প্রশিক্ষণ পুস্তিকা
ইতিহাস ও পরিবেশ

দশম শ্রেণি

পরিকল্পনা ও নির্মাণ

বিশেষজ্ঞ কমিটি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

প্রশিক্ষণ পুস্তিকা
ইতিহাস ও পরিবেশ
দশম শ্রেণি

পরিকল্পনা ও নির্মাণ :
বিশেষজ্ঞ কমিটি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিদ্যালয় শিক্ষা-দপ্তর। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিকাশ ভবন, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০১৬

Neither this book nor any keys, hints, comment, note, meaning, connotations, annotations, answers and solutions by way of questions and answers or otherwise should be printed, published or sold without the prior approval in writing of the Director of School Education, West Bengal. Any person infringing this condition shall be liable to penalty under the West Bengal Nationalised Text Books Act, 1977.

জুলাই, ২০২০

SSA প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষিকা/শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রস্তুত ও পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষণ পুস্তিকা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।

মুদ্রক

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদের কথা

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই কমিটির ওপর বিদ্যালয়ের সমস্ত স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯কে সামনে রেখে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রতিটি পাঠ্যপুস্তক বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রস্তুত করেছে। ২০১৬ সালের নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী দশম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ-এর পাঠক্রম প্রকাশিত ও তদনুসারে পাঠ্যবই রচিত হয়েছে। কয়েকটি প্রশ্ন আমাদের মনের মধ্যে আলোড়িত হয় : ১. দশম শ্রেণিতে একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে অর্জিত দক্ষতা কীভাবে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন ঘটাতে পারে? ২. দশম শ্রেণি সমাপ্তিতে একজন শিক্ষার্থী দায়িত্ববান ও মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে নিজেকে কতটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারল? ৩. বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে বিষয়ের সীমা ছাড়িয়ে সামাজিক জীবনে কতখানি প্রতিফলন ঘটাতে পারল এবং ব্যবহার করতে পারল? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খুঁজতে গিয়েই বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রস্তুত করেছে জ্ঞানগঠন পদ্ধতির রূপরেখা।

সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA)-এর পরামর্শ মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকার দশম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ-এর শিখন ও মূল্যায়নের পদ্ধতি বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করেছেন। সেই প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য প্রস্তুত করা হলো এই নির্দেশিকা।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড.পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

আশা করি এই প্রশিক্ষণ শিবির সাফল্যমণ্ডিত হবে এবং ফলপ্রসূ প্রভাব ফেলবে ভবিষ্যৎ পঠন-পাঠনে।

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়

প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

জুলাই, ২০২০
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০১৬

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকের পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হয়। ইতোপূর্বে প্রাক্-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত পাঠ্যপুস্তক জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ নথিদুটিকে অনুসরণ করে নির্মিত হয়েছে। দশম শ্রেণির ক্ষেত্রে নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তকগুলি নির্মিত হয়েছে।

সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA)-এর পরামর্শ মতো পশ্চিমবঙ্গ সরকার দশম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ-এর শিখন ও মূল্যায়নের পদ্ধতি বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করেছেন। সেই প্রশিক্ষণ শিবিরের জন্য প্রস্তুত করা হলো এই নির্দেশিকা।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং সমগ্র শিক্ষা অভিযানের পরিকল্পনা ও সহায়তায় শিখন পদ্ধতি ও মূল্যায়ন সম্পর্কে রাজ্যব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। আশা করি, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও সমগ্র শিক্ষা অভিযানের পক্ষে প্রকাশিত এই প্রশিক্ষণ পুস্তিকা শিখন পদ্ধতি ও মূল্যায়নের সার্থক রূপায়ণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

জুলাই, ২০২০
নিবেদিতা ভবন, ষষ্ঠতল
বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

অভীক মজুমদার

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ছবি পরিচিতি

প্রচ্ছদ : মহিলা ভারবাহী, মাদ্রাজ, ১৯২০ নাগাদ তোলা ফোটোগ্রাফ।

আখ্যাপত্র : ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে দিল্লি শহর, মূল ছবিটি দ্য ইলাসট্রেটেড লন্ডন নিউজ (জানুয়ারি, ১৮৫৮)-এ প্রকাশিত।

বিষয়সূচি : জালালাবাদ পাহাড়ে সূর্য সেন ও তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে ব্রিটিশ বাহিনীর যুদ্ধ, মূল ছবিটি চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্যের আঁকা।

পরামর্শ ও তত্ত্বাবধান

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

প্রশিক্ষণ পুস্তিকা পরিকল্পনা ও নির্মাণ

মহম্মদ মাসুদ আখতাব

প্রাপ্তি সেনগুপ্ত

বিষয়সূচি

- সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA) : প্রস্তাবনা ১
- শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতি ও NCFTE 2009 প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা ২
- দশম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ : পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি একটি প্রস্তাবনা ৪
- ইতিহাস ও পরিবেশ— দশম শ্রেণি : পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি ১২
- দশম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ পাঠ্যসূচির কাম্য শিখন সামর্থ্য বিশ্লেষণ ১৬
- শ্রেণি শিখনে নির্মিতিবাদ তত্ত্বের প্রয়োগ : নমুনা কাঠামো ২৭
- অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : প্রস্তাবনা ও প্রয়োগ কৌশল কাঠামো ৩১
- অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : নমুনা ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ৩৬
- পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : অধ্যায় বিভাজন, প্রশ্ন কাঠামো ও মানবিন্যাস ৪২
- পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্নের ধরন : আলোচনা ৪৬
- পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র ৪৯

সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA) : প্রস্তাবনা

ভূমিকা

দেশের সমস্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুরা যাতে সমব্যবহার (access), সমান অংশীদারিত্ব (equity) এবং উৎকর্ষ (quality)— এই তিনটি বিষয়েরই সুবিধে গ্রহণ করতে পারে, শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ তা সুনিশ্চিত করতে চায়। ২০১৮-২০১৯ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের পরামর্শ অনুযায়ী মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সমগ্র শিক্ষা অভিযান (SSA) প্রকল্পটি গ্রহণ করে। এর মধ্য দিয়ে সর্বশিক্ষা অভিযান এবং রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান নামের দুই স্বতন্ত্র প্রকল্পকে একটি প্রকল্পের মধ্যে নিয়ে আসা হল। এর ফলে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সামগ্রিক ভাবে একটি প্রকল্পের মধ্যে চলে এল।

SSA-র উপযোগিতা

সর্ব শিক্ষা অভিযান, রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান এবং শিক্ষক শিক্ষণ কর্মসূচির সমন্বয় ঘটেছে সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্পে। সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্পের লক্ষ্য বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত সুযোগসমূহ এবং কাম্য শিখন সামর্থ্যগুলির সাম্য নিরূপণ করার মাধ্যমে বিদ্যালয়গত কর্মকাণ্ডের উন্নয়ন ঘটানো। বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন এবং প্রধান প্রভাবকগুলির সমন্বয় ঘটানোর মাধ্যমে সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্প বিদ্যালয় শিক্ষার স্তরে উন্নয়নের একটি কার্যক্রমের রূপরেখা নির্ণয় করেছে এবং সে কাজে সমস্ত স্তরে বিশেষত রাজ্য, জেলা ও চক্র স্তরে কাঠামো ও সম্পদ ব্যবহার করা তথা প্রয়োগ কৌশল নির্ধারণ করা এবং সে কাজে সমস্ত ব্যয় বহন করার উপরে জোর দিয়েছে। এক্ষেত্রে সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রাকল্পিক লক্ষ্যসমূহের পরিবর্তে সর্বস্তরে ব্যবস্থার উন্নয়ন, বিদ্যালয়গত সামর্থ্যসমূহের বিকাশ এবং সার্বিকভাবে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানোর জন্য রাজ্যগুলিকে উৎসাহিত করার উপর জোর দিয়েছে।

SSA-র প্রধান লক্ষ্য

এই প্রকল্পটির সামগ্রিকতা বলতে বোঝায় সমব্যবহার, সমান অংশীদারিত্ব ও উৎকর্ষের সর্বজনীনতা, বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিন শিখন সামগ্রীর প্রয়োগ এবং শিক্ষক-প্রশিক্ষণকে শক্তিশালী করে তোলা।

এই প্রকল্পের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যগুলি হলো :

- **শিক্ষার উৎকর্ষ বৃদ্ধি এবং শিক্ষার্থীর শিখন-সামর্থ্যের বিকাশ।**
- **সামাজিক এবং লিঙ্গবৈষম্যের দূরীকরণ।**
- **সম অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা এবং শিক্ষাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়া।**
- **বিদ্যালয়ের সুযোগসুবিধাগুলি সুনিশ্চিতকরণ।**
- **শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ রাজ্যে বলবৎ করার জন্য সাহায্য করা।**

শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রচলিত পদ্ধতি ও NCFTE 2009 প্রস্তাবিত পদ্ধতির তুলনা

শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শর্তের মধ্যে অন্যতম হলো শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যে National Council for Teacher Education কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি বহুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক, শিক্ষক, প্রশিক্ষণ গ্রহণরত শিক্ষক এবং NCERT, SCERT, DIET, বিভিন্ন NGO প্রভৃতির সঙ্গে দীর্ঘ ও ফলপ্রসূ আলোচনার পর একটি প্রাথমিক নথি প্রস্তুত করেন। পরবর্তীকালে পরিমার্জিত হয়ে এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। জাতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ নথিটিই National Curriculum Framework for Teacher Education, ২০০৯ (NCFTE, ২০০৯) নামে পরিচিত। এই মূল্যবান নথিটি আমাদের শিক্ষক প্রশিক্ষণ পুস্তিকা নির্মাণে দিক্‌নির্দেশ করেছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের সাধারণ নীতির আলোচনা প্রসঙ্গে NCFTE, ২০০৯ নথিতে বলা হয়েছে "*... we have realized the tentative and fluid nature of the so-called knowledge-base of teacher education. This makes reflective practice the central aim of teacher education. Pedagogical knowledge has to constantly undergo adaptation to meet the needs of diverse contexts through critical reflection by the teacher on his/her practices.*"। এই অংশে আমরা দেখব শিক্ষক প্রশিক্ষণে প্রচলিত পদ্ধতি ও NCFTE, ২০০৯ প্রস্তাবিত পদ্ধতির মূলগত পার্থক্য কোথায়। নীচের সারণিটি NCFTE, ২০০৯ থেকে গৃহীত হয়েছে ।

Comparison between the Dominant Current Practice and Proposed Process-Based Teacher Education Curriculum Framework

Dominant Practice of Teacher Education	Proposed Process-Based Teacher Education
Focus on psychological aspects of learners without adequate engagement with contexts. Engagement with generalised theories of children and learning.	Understanding the social, cultural and political contexts in which learners grow and develop. Engagement with learners in real life situations along with theoretical enquiry.
Theory as a "given" to be applied in the classroom.	Conceptual knowledge generated, based on experience, observations and theoretical engagement.
Knowledge treated as external to the learner and something to be acquired.	Knowledge generated in the shared context of teaching, learning, personal and social experiences through critical enquiry.

Dominant Practice of Teacher Education	Proposed Process-Based Teacher Education
Teacher educators instruct and give structured assignments to be submitted by individual students. Training schedule packed by teacher-directed activities. Little opportunity for reflection and self-study.	Teacher educators evoke responses from students to engage them with deeper discussions and reflection. Students encouraged to identify and articulate issues for self-study and critical enquiry. Students maintain reflective journals on their observations, reflections, including conflicts.
Short training schedule after general education.	Sustained engagement of long duration professional education integrated with education in liberal sciences, arts and humanities.
Students work individually on assignments, in-house tests, field work and practice teaching.	Students encouraged to work in teams undertaking classroom and learners' observations, interaction and projects across diverse courses. Group presentations encouraged.
No "space" to address students' assumptions about social realities, the learner and the process of learning.	Learning "spaces" provided to examine students' own position in society and their assumptions as part of classroom discourse.
No "space" to examine students' conceptions of subject-knowledge.	Structured "space" provided to revisit, examine and challenge (mis) conceptions of knowledge.
Practice teaching of isolated lessons, planned in standardised formats with little or no reflection on the practice of teaching.	School Internship – students teach within flexible formats, larger frames of units of study, concept web-charts and maintain a reflective journal.

তথ্যসূত্র :

১. National Curriculum Framework for Teacher Education : Towards Preparing Professional and Humane Teacher, National Council for Teacher Education, New Delhi, 2009

দশম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ : পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি
একটি প্রস্তাবনা

মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস চর্চা

দশম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ-এর পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি বিষয়ে আলোচনার আগে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পাঠক্রম ও পাঠ্যসুচি বিষয়ে যা বলা হয়েছিল, তার স্বল্প পুনরালোচনা করা যেতে পারে। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের বয়ঃক্রম সাধারণভাবে ১০ বছর থেকে ১৩ বছরের মধ্যে হওয়া স্বাভাবিক (যেহেতু ২০১২ সাল পর্যন্ত অনেক শিশুই পাঁচ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছে)। ফলে একদিকে তারা শৈশব ও অন্যদিকে বাল্যের মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে। এই পর্যায়ে নিজের ও নিজের পরিপার্শ্বের প্রতি তার মনে নানা প্রশ্ন, কৌতূহল তৈরি হয়। অজানাকে জানার প্রতি, অ্যাডভেঞ্চারধর্মী মানসিকতার প্রতি আগ্রহ দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রেই। এই বয়সের শিক্ষার্থীদের তাই একঘেয়ে তথ্যভারাক্রান্ত পাঠ্যবিষয় আকর্ষণ করে না। এই পর্যায়ের সমাজবিজ্ঞানের অংশ হিসাবে ইতিহাস পঠন-পাঠনের প্রসঙ্গে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা, ২০০৫-এ বলা হচ্ছে—"History will take into account developments in different parts of India, with sections on events or developments in other parts of the world" (NCF, 2005, p. 53). ইতিহাসের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির যে মূল পরিপ্রেক্ষিতটি ওপরে আলোচিত হলো, সেটি দশম শ্রেণির স্তরে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির ইতিহাস পাঠ্যসূচি মূলত ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপরেই কেন্দ্রীভূত। সেই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল ও তাদের ইতিহাসকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনার প্রসঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক উদাহরণকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি, ঐ কাল পর্যায়ে ভারতবর্ষের সঙ্গে বিদেশের যোগাযোগের নানা দিকগুলিও আলোচনায় আনা হয়েছে। ফলে আলোচ্য কাল পর্যায়ে বহির্ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং নানা ঘটনার সঙ্গে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক গতি-প্রকৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের প্রসঙ্গগুলিও ছাত্রছাত্রীরা খুঁজে পাবে। প্রসঙ্গত জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা- ২০০৫-এ বলা হয়েছে "In a pluralistic society like ours, it is important that all regions and social groups be able to relate to the textbook. Relevant local content should be part of the teaching- learning process..."(NCF 2005, p. 50).

দশম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ : পাঠ্যসূচির স্থানিক ও কালিক চরিত্র এবং মূল বৈশিষ্ট্য

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি ইতিহাসের পাঠ্যসূচির আলোচ্য ছিল মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস। প্রসঙ্গক্রমে এসেছে বহির্ভারতের আলোচনা। নবম শ্রেণিতে প্রথম সংগঠিতভাবে ইওরোপ তথা বিশ্বের ইতিহাস পাঠ্যসূচির কেন্দ্রবিন্দু। সেক্ষেত্রে নবম শ্রেণির ইতিহাসের পাঠ্যসূচি স্থানগতভাবে ইউরোপকেন্দ্রিক। কালগতভাবে এখানে আধুনিক ইউরোপের আলোচনাই এসেছে। দশম শ্রেণিতে আবার ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ পাঠ্যসূচিতে এসেছে। সেক্ষেত্রে ঐতিহাসিক স্থানিক ও কালিক অবস্থান মূলত ঔপনিবেশিক ভারতীয় উপমহাদেশ ও উপনিবেশ-উত্তর ভারত এবং আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ।

ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে শুরু করে পরবর্তী শ্রেণির পাঠ্যসূচিগুলির সঙ্গে পারম্পর্যের জন্য দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে প্রথমেই ইতিহাসের ধারণা শীর্ষক একটি অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে। সেই অধ্যায়ে দুটি কেন্দ্রীয় বিষয় আলোচিত হয়েছে। প্রথমত, আধুনিক সময়ে ইতিহাসচর্চায় যে বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ ঘটে চলেছে, সেগুলি সম্পর্কে অতি সংক্ষেপে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করার ওপরে জোর পড়েছে। সেক্ষেত্রে, পাঠ্যসূচিতে পরবর্তী অংশে যেসব প্রসঙ্গগুলি আলোচিত হয়েছে, মূলত সেগুলির মাধ্যমেই ঐ বিচিত্র ইতিহাসচর্চার প্রকরণগুলিকে তুলে ধরা হোক — এটাই পাঠ্যসূচির প্রধান লক্ষ্য। যেমন — যখন প্রথম অধ্যায়ে পরিবেশের ইতিহাস আলোচিত হবে তখন উদাহরণ হিসেবে তৃতীয় অধ্যায়ের ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন ইত্যাদি প্রসঙ্গ ব্যবহার করে বিষয়টিকে শিক্ষার্থীদের বোধগম্য করে তুলতে হবে। যখন খেলার ইতিহাস আলোচিত হবে তখন ক্রিকেট কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসকের হাত ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত হলো, কীভাবে হকি খেলায় ভারতীয়দের সাফল্য কিংবা ১৯১১ সালে ফুটবলে মোহনবাগানের আইএফএ শিল্ড জয় সমকালীন উপনিবেশ বিরোধী জনগণের কল্পনাকে উশকে দিয়েছিল; কবাডি, কুস্তি, লাঠি খেলা, ব্রতচারী প্রভৃতি খেলা ও শরীরচর্চার মাধ্যমগুলি কীভাবে জাতীয়তাবাদী আত্মশক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে — প্রভৃতি বিষয়গুলি উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে প্রসঙ্গগুলি ব্যাখ্যা করতে হবে। বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের নাম, বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থের নাম বা বিচিত্র তথ্য, খেলোয়াড়দের পরিসংখ্যান — যেগুলির সঙ্গে আলোচ্য দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির কোনোভাবেই স্থানিক ও কালিক সংযোগ নেই সে সমস্ত তথ্য কোনোভাবেই এই পাঠ্যসূচির আলোচ্য নয়। অন্যথায়, ষষ্ঠ শ্রেণি থেকেই বারংবার জোর দিয়ে আসা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবহেলা করা হবে : **এই পাঠ্যসূচিতে তথ্যকে কেবল তথ্য হিসাবে ছেড়ে রাখা হয়নি। প্রতিটি তথ্যকে কোনো এক বৃহত্তর অনুমিতি (inference) নির্মাণের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে তথ্য ছাড়া ইতিহাস তৈরি হতে পারে না। কিন্তু বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত তথ্য সমাবেশও ইতিহাসের কাজ নয়। তাই প্রতিটি তথ্যই সন্নিবেশিত করতে হবে যৌক্তিক বিশ্লেষণের উপকরণ হিসাবে। তথ্যের স্বাতন্ত্র্য (autonomy) নয়, বরং তথ্যরাশির মধ্যে থেকে সাধারণ বোধের ও অনুমিতির বিকাশের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। তথ্য মুখস্থ করার বদলে অনুমিতি নির্মাণের লক্ষ্যেই ছাত্রছাত্রীদের উশকে দেওয়া দরকার। তাহলেই তথ্য আর 'ভার' (burden) না হয়ে, যৌক্তিক অনুমিতিতে পৌঁছনোর রসদ হয়ে উঠবে।**

দ্বিতীয়ত, আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় ব্যবহৃত কয়েকটি উপাদানের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে মূলত চার ধরনের লেখ্য উপাদানের উপরে আলোচনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এক্ষেত্রেও একইভাবে পরবর্তী অংশে আলোচ্য বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া ও ঘটনার নিরিখে এই উপাদানগুলি কীভাবে ইতিহাস নির্মাণ ও বিশ্লেষণে ব্যবহার করা হয়, সেগুলি উদাহরণ দিয়ে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরতে হবে। যেমন — তৃতীয় অধ্যায়ে বিভিন্ন বিদ্রোহগুলির ইতিহাস নির্মাণ করার ক্ষেত্রে সরকারি নথিপত্রের গুরুত্ব, সেই নথিগুলি ব্যবহার করার সময় দেশীয় জনগণের বিদ্রোহের প্রতি ঔপনিবেশিক শাসকের নেতিবাচক মনোভাব কীভাবে ঐ নথিগুলিতে ফুটে ওঠে, অতএব ঐ জাতীয় নথি ব্যবহারের সময়ে ঐতিহাসিককে কী কী ভাবে সচেতন হতে হয় — প্রভৃতি প্রসঙ্গ শিক্ষার্থীদের আলোচনায় যাতে আসে সে বিষয়ে অতিরিক্ত যত্নবান হতে হবে। একইভাবে উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাস কীভাবে সমকালীন সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র থেকে জানতে পারা যায় সেই প্রসঙ্গ যেন উঠে আসে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র শীর্ষক আলোচনায়।

অতএব প্রথম অধ্যায়ে আধুনিক ইতিহাসচর্চার বিবিধ মাত্রাকে আলেখ্য দর্শনের চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ইতিহাসের কয়েকটি মূল ধারা ও ধারণা তথা ইতিহাসচর্চায় বিভিন্ন উপাদানের গুরুত্ব পড়ুয়াদের সামনে হাজির করাই এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। বস্তুত, পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে যে সমস্ত প্রসঙ্গ আলেচনায় আসবে সেগুলি বুঝতে পারার ক্ষেত্রে প্রথম অধ্যায়টি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একটি ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত হাজির করবে। সেই পরিপ্রেক্ষিতগুলির বোধগম্যতা পড়ুয়াদের ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক কালের ইতিহাসচর্চার বিচিত্র ধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার পাথেয় হিসেবে কার্যকরী হবে। ফলে পাঠ্যসূচির গোড়ায় এই অধ্যায়টি পাঠ্যসূচির পরবর্তী অংশের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গগুলির স্থানিক ও কালিক পরিপ্রেক্ষিতের বোধ নির্মাণের ক্ষেত্রে সমূহ গুরুত্বপূর্ণ, অতএব শিক্ষক ও পড়ুয়াদের তরফে গুরুত্ব দাবি করে।

পরবর্তী পাঠ্যসূচিটি সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। ঘটনা ও সময়ক্রমের দিক থেকে বললে কয়েকটি ভিন্ন অভিমুখে তা চালিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়ার দিকে কীভাবে দেশীয় জনগণের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসকের সম্পর্ক একদিকে সহযোগিতা অন্যদিকে সক্রিয় বিরোধিতা আবার কখনও-বা সহযোগিতা ও বিরোধিতার সংমিশ্রণে সংস্কার প্রক্রিয়া প্রভৃতি চরিত্র নিয়েছিল, সেগুলি বিস্তৃত আলোচনায় এসেছে। পাঠ্যসূচিটি খেয়াল করলে দেখা যাবে যে, ইতিহাসকে কিছু বিশেষ ব্যক্তির কার্যকলাপের বিবরণ হিসেবে তুলে ধরার বদলে জটিল আর্থ-সামাজিক তথা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন কাঠামোগত বিবর্তনের সম্মিলিত চলন হিসেবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেহেতু পাঠ্যসূচিটিতে ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক সময়ের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন ধারণা, তত্ত্ব ও কাঠামোগুলির উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতসহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের পরিসর রাখা হয়েছে। সেই সঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাক্রম ও প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের সংঘবদ্ধ ভূমিকাকে। এই কালপর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সংঘবদ্ধ আন্দোলন তথা পরিবর্তনগুলিকে সেই নিরিখেই বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে পাঠ্যসূচিতে। ব্যক্তিকৃতির বদলে ইতিহাসের কাঠামোগত পর্যালোচনায় দক্ষ হয়ে উঠুক ছাত্রছাত্রীরা, জটিল ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় নিহিত বিভিন্ন রসায়নের চরিত্র বিশ্লেষণে পারঙ্গম হোক পড়ুয়ারা—সেটিই দশম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ পাঠ্যসূচির মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে খেয়াল করলে দেখা যাবে পাঠ্যসূচিটি মূলত জনগণের সংঘবদ্ধতার নানা রূপ ও তার মাধ্যমে সংঘটিত বিভিন্ন উদ্যোগ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আলোচনায় জোর দিয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যক্তির বদলে সমষ্টির ভূমিকা বিশেষ আলোচ্য বিষয়।

ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক সময়ের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা হলো ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গতিপথ ঐ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়েছিল। ফলে অষ্টম অধ্যায়ে উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে তিনটি প্রধান বিষয় আলোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার এই বিষয়গুলি এখনও দেশ হিসেবে ভারত এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন কার্যকলাপের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত।

আদতে এই পাঠ্যসূচির আলোচ্য কালে ভারতীয় উপমহাদেশে এমন বিভিন্ন ধারণা, প্রতিষ্ঠান ও ঘটনার উদ্ভব ও সম্মেলন ঘটেছিল যেগুলি পরবর্তীকালে সমস্ত ইতিহাসকেই ভিন্নতর অভিমুখ দিয়েছে। সেকথা মাথায় রাখলে সদ্য কৈশোর পেরোনো ছাত্রছাত্রীদের কাছে যথা সম্ভব সহজ কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠভাবে আলোচ্য পাঠ্যসূচিটি তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সমাজে এমন অসংখ্য ধারণা ও প্রতিষ্ঠান তথা ঘটনার সম্মুখীন ছাত্রছাত্রীরা হয়, যেগুলির উদ্ভবের ইতিহাস অনুসন্ধানের আগ্রহ তাদের এই পাঠ্যসূচির সঙ্গে লগ্নতা গাঢ় করবে। সেহেতু কেবল পাঠ্যবই ও পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নকেন্দ্রিক চর্চায় আবদ্ধ না থেকে, ছাত্রছাত্রীর দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতার রসায়নে জারিত হয়ে উঠবে পাঠ্যসূচির বিষয়বস্তুগুলি—এমনই মূলভাবনা দশম শ্রেণির

পাঠ্যসূচিটির কেন্দ্রে নিহিত। ভারতীয় উপমহাদেশের নানান ঘটনাক্রম ও ধারণাসমূহের জটিল আবর্তের যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে রোজকার সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ভূমিকা রেখে নাগরিক হিসেবে বিকশিত হওয়ার দিকে ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতিতে সহায়ক হবে পাঠ্যসূচিটি।

এই আলোচনার প্রেক্ষিতে দশম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ পাঠ্যসূচিটির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

১। ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক সময়ের ইতিহাসে উপনিবেশ ও দেশীয় জনগণের সম্পর্কের চরিত্রগুলি কয়েকটি প্রধান ভাবমূলে (Theme) কালানুক্রমিকভাবে সহজ উপায়ে তুলে ধরা।

২। বর্ণনার পাশাপাশি, তার পরিপূরক হিসাবে ছবি, ছক, রেখচিত্র ও মানচিত্রের ব্যবহার।

৩। পাঠ্যসূচির মূল বিবরণীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন ধারণা ও ঘটনাসমূহ আলোচনার জন্য 'টুকরো কথা' সন্নিবেশিত হয়েছে। বস্তুত, টুকরো কথাগুলি এক্ষেত্রে মূল বর্ণনার নানা অংশকে আরেকটু গভীরে আলোচনা করে ছাত্রছাত্রীদের বোধগম্য করে তোলায় ব্যবহৃত হয়েছে। চরিত্রের দিক থেকে ওগুলি 'anecdote'-ধর্মী। একটা প্রসঙ্গকে মনোগ্রাহী ও বোধগম্য করে তোলার ক্ষেত্রেই যেন 'টুকরো কথা' অংশগুলির ব্যবহার হয়। সেটা খেয়াল রাখবেন শিক্ষক/শিক্ষিকা। **এক্ষেত্রে খেয়াল রাখা দরকার যে, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী টুকরো কথাগুলি অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নে অবশ্য ব্যবহৃত হলেও, পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে সেগুলি ব্যবহৃত হবে না।**

৪। পাঠ্যসূচিতে বহু রঙিন এবং সাদাকালো ছবি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ছবিগুলি নিছক অঙ্গসজ্জার অংশ নয়। পাঠ্য বর্ণনা (narrative)-এর পরিপূরক হিসাবে ছবিগুলিকেও পড়তে ও বুঝতে তথা ব্যবহার করতে হবে। ছবিগুলি তার আগে-পরে আলোচিত প্রসঙ্গকে নিছক বর্ণনার গণ্ডির বাইরে দৃশ্যমান করে তুলে যাতে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার (understanding) বিকাশে সহায়ক হয় সেই দিকে খেয়াল রাখা দরকার। এ প্রসঙ্গে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা- ২০০৫-এ স্পষ্টই বলা হয়েছে— "The teaching of the social science must adopt methods that promote creativity, aesthetics and critical perspectives, and enable children to draw relationships between past and present, ..." (NCF, 2005, p.53-54). আরো বলা হচ্ছে— "Teaching (of social science) should utilise greater resources of audio-visual materials, including photographs, charts, maps and replicas of archaeological and material cultures." (NCF, 2005, p. 54).

৫। পাঠ্যসূচিতে বিভিন্ন মানচিত্র ব্যবহারের পরিসর তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি মানচিত্র বিবরণের পরিপূরক হিসাবে আলোচনায় আনতে হবে। মানচিত্রগুলিকে দেখে কেবল তার থেকেই ছাত্রছাত্রীরা কী কী বুঝতে পারছে বা বৈশিষ্ট্য লক্ষ করছে তার বিশ্লেষণে জোর দিতে হবে। তাতে করে মানচিত্র পাঠের ও বিশ্লেষণের দক্ষতাও তৈরি হবে। তাছাড়া, আলোচনায় যখনই কোনো এমন বিষয় আসবে, যার সম্বন্ধীয় মানচিত্র পাঠ্যবইটিতে নেই, তখন শিক্ষক/ শিক্ষিকা অতিরিক্ত মানচিত্র ব্যবহার করলে ভালো হয়।

ইতিহাস চর্চার ধারণা, এই পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির নিরিখে তথ্য ও অনুমিতি নির্মাণ

বিদ্যালয়স্তরে ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে একটি চালু ধারণা হলো কেবল তথ্য মুখস্থ করা ও যথাসম্ভব বড়ো বড়ো উত্তর লেখা। বলা বাহুল্য এই দুটি ধারণাই ভুল এবং তা ছাত্রছাত্রীদের ইতিহাস বিষয়ের প্রতি

অনুরাগের বদলে বিকর্ষণ তৈরি করার প্রধান সহায়। এ বিষয়ে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা- ২০০৫-এ স্পষ্ট বলা হয়েছে– "It is believed that the social sciences merely transmit information and are text centred. Therefore, the content needs to focus on a conceptual understanding rather lining up facts to be mermorised for examinations... emphasis has to be laid on developing concepts and the ability to analyse socio-political realities rather than on the mere retention of information without comprehension." (NCF, 2005, p. 50).

সেহেতু, এই পাঠ্যসূচিতে তথ্যকে কেবল তথ্য হিসাবে ছেড়ে রাখা হয়নি। প্রতিটি তথ্যকে কোনো এক বৃহত্তর অনুমিতি (inference) নির্মাণের লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে তথ্য ছাড়া ইতিহাস তৈরি হতে পারে না। কিন্তু বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত তথ্য সমাবেশও ইতিহাসের কাজ নয়। তাই প্রতিটি তথ্যই সন্নিবেশিত করতে হবে যৌক্তিক বিশ্লেষণের উপকরণ হিসাবে। তথ্যের স্বাতন্ত্র্য (autonomy) নয়, বরং তথ্যরাশির মধ্যে থেকে সাধারণ বোধের ও অনুমিতির বিকাশের উপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। তথ্য মুখস্থ করার বদলে অনুমিতি নির্মাণের লক্ষ্যেই ছাত্রছাত্রীদের উস্‌কে দেওয়া দরকার। তাহলেই তথ্য আর 'ভার' (burden) না হয়ে, যৌক্তিক অনুমিতিতে পৌঁছানোর রসদ হয়ে উঠবে।

পাশাপাশি, পাঠ্যসূচিতে প্রতিটি প্রাসঙ্গিক ধারণা (concept) ব্যাখ্যা করার দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে। একেবারে গোড়া থেকেই যাতে ছাত্রছাত্রীরা প্রতিটি প্রসঙ্গ এমনকী কথার মানেও বুঝে নিতে পারে তার উপরে জোর পড়েছে।

ইতিহাস ও পরিবেশ বিষয়ের পাঠক্রমের মূল বৈশিষ্ট্য

ক) **সমন্বিত পাঠক্রম :** ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পরিবেশ ও ইতিহাস পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির পরিকল্পনার সময় থেকেই ইতিহাস ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ককে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করা হয়েছে। ধারণা হিসেবে পরিবেশ-এর বিবর্তন ঐ পাঠক্রমগুলিতে অন্তর্নিহিত ছিল। নবম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ পাঠ্যসূচিতেও এর অন্যথা ঘটেনি। দশম শ্রেণির ক্ষেত্রে পরিবেশের সঙ্গে ইতিহাসে সমন্বয়ের বিষয়টি একটু আলোচনার দাবি রাখে। খেয়াল করলে দেখা যাবে, যে নির্দিষ্ট স্থান ও কালের ইতিহাস দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির অন্তর্গত, তার সঙ্গে পরিবেশের প্রসঙ্গটির যোগ বিশেষ মাত্রা বহন করে। উপনিবেশের হাত ধরে ভারতীয় উপমহাদেশ ক্রমে বিশ্বজনীন আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে উপনিবেশের ভৌত সম্পদ, জঙ্গল ও সামগ্রিক প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। জঙ্গল কেটে রেলপথ বসানো হোক বা নীল চাষ প্রভৃতি উদ্যোগ কিংবা কৃত্রিম উপায়ে শস্য বেষ্টনী তৈরি করে খাদ্য সংকট তথা দুর্ভিক্ষ ঘটানোই হোক— ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট। পাশাপাশি, ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন কিংবা দেশভাগ কীভাবে জনজীবনের সঙ্গে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সম্পর্ককে প্রভাবিত করেছিল, সেসবও এই পাঠ্যসূচির আলোচ্য। একইভাবে, ঔপনিবেশিক শিক্ষা দর্শনের বিরোধী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কীভাবে পৌঁছে গিয়েছিলেন প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয়কেন্দ্রিক শিক্ষা ধারণার দর্শনে, সে প্রসঙ্গও আলোচনায় এসেছে। অতএব স্পষ্টতই বলা যায় যে, আঠারো শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ পর্যন্ত কমবেশি প্রায় দুশো বছরে ঔপনিবেশিক শাসনের পটভূমিতে ভারতীয়

উপমহাদেশের পরিবেশ ও জনগণের পারস্পরিক সম্পর্কের বিবর্তনের নানা দিক দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে ছাপ ফেলেছে।

খ) **অনুসন্ধানমূলক সক্রিয়তাভিত্তিক পাঠক্রম :** দশম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ বিষয়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধান, অন্বেষণ এবং জিজ্ঞাসা করার মনোভাব গড়ে ওঠে। পাঠ্যসূচির বিভিন্ন ভাবমূলগুলো আলোচনার সময় শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানমূলক জিজ্ঞাসু মনোভাব তৈরি করে তারপর মূল পাঠ্যবিষয়গুলির অবতারণা করার কথা বলা হয়েছে। একইসঙ্গে পাঠ্যবিষয়গুলোয় যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমন সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের মাধ্যমে পাঠ্যবিষয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হবে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

গ) **শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক ভাবনা :** নির্মিতিবাদের (Constructivism) তত্ত্বের কথা মাথায় রেখে সমগ্র পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিকল্পনার সময় শিক্ষার্থীদের রাখা হয়েছে শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার কেন্দ্র হিসেবে। সমকালীন সময়ে ঘটে চলা নানা ঘটনা তাদের মনে যেসব প্রশ্নের উদ্রেক ঘটায়, সেখান থেকেই শুরু করা হয়েছে পাঠ্যবিষয়গুলির পথ চলা। তাই ভাবমূলগুলির মূল বিষয়ে প্রবেশের আগে পরিচিত সমাজ ও ইতিহাসের নানা উদাহরণের অবতারণা করা জরুরি।

ঘ) **পাঠক্রমের অংশ হিসেবে মূল্যায়ন :** শিখন এবং মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্মিতিবাদের ধারণা অনুযায়ী মূল্যায়ন কখনোই শিক্ষণ শেষের একটি ধাপ হতে পারে না। মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক পদ্ধতি। এই ধারাবাহিক পদ্ধতিতে শিক্ষিকা/শিক্ষক শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া চলাকালীন শিক্ষার্থীদের ওপর খুব কাছে থেকে নজর রাখেন, শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি বা সীমাবদ্ধতা নথিভুক্ত করেন এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের যথোপযুক্ত সহায়তা করেন। এই ধারণার ভিত্তিতেই দশম শ্রেণিতে অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যাতে মূল্যায়ন কখনোই পাঠক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। শিক্ষার্থীরা যখন যেমন শিখছে, শ্রেণিকক্ষেই তার মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। নির্মিতিবাদের মতবাদ অনুযায়ী শিখনের অগ্রগতির সঙ্গে মূল্যায়নের এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে। শ্রেণিকক্ষে অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের ঠিক রূপায়ণের মাধ্যমে শিক্ষণের শেষে কাগজ-কলমের সাহায্যে মূল্যায়নের গতানুগতিক ধারণা থেকে সরে আসা সম্ভবপর হবে। এক্ষেত্রে ছয়টি tool-এর কথা বলা হয়েছে। যথা- সমীক্ষা (Survey), প্রকৃতিপাঠ (Nature Study), ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study), সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing), মডেল নির্মাণ (Model Making) এবং পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Textbook Evaluation)। এই অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন শ্রেণিকক্ষের পরিসরেই হবে। শ্রেণিকক্ষের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এর ফলে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের আগেই শিক্ষিকা/শিক্ষক দেখে নিতে পারবেন শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি কেমন হচ্ছে আর কোথায় খামতি থেকে যাচ্ছে। তাই সেই অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করারও সুযোগ থাকছে। এরই ফলস্বরূপ শিক্ষিকা/শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের উভয়েরই শিখন বা দক্ষতার মূল্যায়নের জন্য বিবিধ প্রক্রিয়া ও tool-এর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ থাকছে।

ঙ) **বিবিধ দক্ষতার বিকাশ :** ইতিহাস ও পরিবেশ পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি পরিকল্পনার সময় মাথায় রাখা হয়েছে শিক্ষার্থীদের বিবিধ দক্ষতার বিকাশের বিষয়টিও। ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক সময়ের ইতিহাসের পাঠ পড়ুয়াদের দৈনন্দিন জীবনে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিচার পদ্ধতি অনুসরণের স্পৃহা তৈরি করবে বলেই অনুমান। তার চারপাশে নিত্য ঘটে চলা নানা ঘটনাক্রম, সেসবের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ধারণা কীভাবে আলোচ্য ইতিহাসের ধারা বয়ে এসেছে, সে বিষয়ে সম্যক বোধগম্যতা তৈরি হবে। তার ফলে একজন পড়ুয়া ক্রমে এক বৃহত্তর স্থান ও কালে নিজেকে আবিষ্কার করার দিকে এগিয়ে যাবে। যুক্তিবাদী চিন্তা ও মানবিক মননশীলতা সম্বল করে যথার্থ নাগরিক হয়ে ওঠার পথে তার যাত্রা শুরু হবে।

চ) **শিক্ষার্থীদের শিখনে অন্যতম অবলম্বন হিসেবে ICT-র ব্যবহার :** ICT অর্থাৎ Information and Communication Technology আজকের যুগে শিখনের ক্ষেত্রে এক অত্যন্ত উপযোগী মাধ্যম। ICT-কে কখনোই একটি আলাদা বিষয় হিসেবে দেখা উচিত নয়। কেবল তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরাই ICT বিষয়ে শিক্ষণের অধিকারী, বিষয়-শিক্ষকরা নন— এই ভ্রান্ত ধারণাই আসলে বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ICT-র সফল সমন্বয় এবং বিষয়-শিক্ষকদের ICT বিষয়ে আগ্রহ ও দক্ষতা বৃদ্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ICT-কে বরং পাঠক্রমের সাফল্যের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে দেখা উচিত।

পাঠ্যসূচির অন্তর্গত নানা বিষয় সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা তৈরি করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষামূলক ওয়েবসাইটের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে সাধারণ কম্পিউটার সফটওয়্যার, যথা Microsoft Powerpoint-এর সাহায্যে Slideshow presentation-এর মাধ্যমে কোনো একটি বিষয় প্রাঞ্জলভাবে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা সম্ভব। প্রয়োজনে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে পাঠ্যসূচির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তথ্য, ছবি বা Powerpoint presentation-এর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষিকা/শিক্ষকদের দুটি বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন — ১) ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া তথ্য, ছবি বা Powerpoint presentation ঠিক কিনা যাচাই করে নেওয়া; ২) ওয়েবসাইট থেকে ছবি, তথ্য, Powerpoint presentation নেওয়ার ফলে কোনোভাবে কপিরাইট আইন লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা সেদিকে যথাযথ নজর রাখা। শিখন প্রক্রিয়ায় ICT-র সাহায্য নেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সক্রিয় ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়। নির্মিতিবাদের ধারণার সফল রূপায়ণের উদ্দেশ্যে ICT ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষিকা/শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা যৌথভাবে সহ-সৃজন (Co-creation) এবং অনুসন্ধানে (exploration) যেন অগ্রসর হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যসূচির দৈনন্দিন ব্যবহার

দশম শ্রেণির এই পাঠ্যসূচির দৈনন্দিন ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বিষয় হলো, নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যবইটির পঠন-পাঠন ও আলোচনা শেষ করা এবং কোনো ভাবেই মুখস্থবিদ্যা-নির্ভর তথ্যভারাক্রান্ত ইতিহাসচর্চার বাতাবরণ না তৈরি হতে দেওয়া। প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে স্বতন্ত্র মতামত, ভাবনা-চিন্তা করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা দরকার। এতদিন ধরে প্রচলিত তথ্য মুখস্থ করার পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছাত্রছাত্রীরা অনেকেই জড়তা ভেঙে আলোচনায় অংশ নিতে পারবে না। তাদেরকেও উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাদের একটু একটু ধরিয়ে দিতে হবে

শিক্ষক/শিক্ষিকাকেই। সামান্য পারলেই আরো ভালো করার উৎসাহ দিতে হবে। সাধারণ পর্যবেক্ষণ, বোধ-বুদ্ধি-জাত ধারণার সঙ্গে যাতে তাদের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কিত হতে পারে, তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

পাঠ্যবইয়ের চৌহদ্দি পেরিয়ে

পাঠ্যবই ও তার অন্তর্গত তথ্য মুখস্থ করা ও স্মৃতি-নির্ভর চর্চা যে ইতিহাস শিক্ষার পথে অন্তরায় তার বিষয়ে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫-এ বিস্তৃত আলোচনা লক্ষণীয়। "In order to make the process of learning participative, there is a need to shift from mere imparting of information to debate and discussion.. The approach to teaching therefore needs to be open-ended." (NCF, 2005, p. 54).

ফলে, ছাত্রছাত্রীদের একা একা পড়ার বদলে, শ্রেণিতে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে সবার মধ্যে আলোচনা গড়ে তোলা জরুরি। বিতর্ক উশকে দেওয়ার জন্য পাঠ্যবইটির ব্যবহার এবং নানা কাল্পনিক পরিস্থিতি তৈরি করে ছাত্রছাত্রীদের মতামত জানতে চাওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে শিক্ষক/শিক্ষিকাকেই।

স্থানীয় অঞ্চলে যদি কোনো ঐতিহাসিক স্থাপত্য বা নিদর্শন কিংবা কোনো বিশেষ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত স্থান থাকে তাহলে সেগুলি দেখতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া দরকার। তাদের সেই অভিজ্ঞতা ছাত্রছাত্রীরা নথিবদ্ধ রাখলে ভালো। বিভিন্ন সংগ্রহশালা, জাদুঘর প্রভৃতি স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। বিভিন্ন মূর্তি, স্থাপত্য, শিল্প, প্রত্নবস্তুর নকল (replica) সংগ্রহ করে শ্রেণিকক্ষের একটা অংশে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। বছরে একবার বা দু-বার ইতিহাস বিষয়ক ছোটো ছোটো প্রদর্শনী ও আলোচনা সভার উদ্যোগ নিক ছাত্রছাত্রীরা। স্থানীয় মানুষজন ও বিদ্যালয়ের অন্যান্য শ্রেণির ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক/শিক্ষিকা সবাই সেই প্রদর্শনী ও আলোচনা সভাগুলোয় অংশ নিন। তাহলে ছাত্রছাত্রীরা তাদের ভাবনা-চিন্তার কথা স্বাধীনভাবে ভাগাভাগি করে নিতে পারে সবার সঙ্গে।

জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা-২০০৫-এ পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি, বিষয় অভিধান (subject dictionaries), সহযোগী ও পরিপূরক বই (supplementary books, extra reading) এবং মানচিত্র সঙ্কলন (atlases) প্রভৃতির ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়েছে (NCF, 2005, p. 89-90)। এই বিষয়টি মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাসচর্চায় আরও জরুরি ও প্রাসঙ্গিক।

দশম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ পাঠক্রমে জীবনকুশলতা বিকাশের নানা ক্ষেত্র

ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের নানা চাহিদা আর সমস্যা সফলভাবে মোকাবিলা করতে প্রয়োজন হয় কিছু দক্ষতা। আমাদের বিবিধ জ্ঞান, মনোভাব এবং মূল্যবোধগুলির দক্ষতায় রূপান্তরে সাহায্য করে জীবনকুশলতা — অর্থাৎ 'কী করা উচিত এবং কীভাবে করা উচিত'।

ইতিহাসচর্চা ব্যক্তি পড়ুয়া ও সমষ্টিগতভাবে পড়ুয়াদের মধ্যে স্থান-কাল-পাত্র— এই ত্রিমাত্রিক বোধের বিকাশ ঘটায়। অতীতে ঘটা ও বর্তমানে ঘটে চলা ঘটনাবলিকে সে ও তারা ঐ ত্রিমাত্রিক বোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার-বিশ্লেষণ করতে শিখবে। পরিপ্রেক্ষিতনির্ভর এই বিচার পদ্ধতিই সামাজিক মানুষ হিসেবে জীবনকুশলতার অঙ্গ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ প্রভৃতি তথা ভৌগোলিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-রাষ্ট্রিক বিভিন্ন বৈচিত্র্যকে যুক্তিনির্ভরভাবে সমানুভবের প্রয়োজনীয় মানসিকতা শিক্ষার্থীর মধ্যে বিকশিত হবে। সহনাগরিক ও পরিবেশের প্রতি সহমর্মিতা এবং অনেকের মধ্যে এক হিসেবে ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে সাবলম্বী বিচার পদ্ধতি উশকে দেওয়া এই পাঠক্রমের লক্ষ্য।

ইতিহাস ও পরিবেশ — পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি

অধ্যায়: ১— ইতিহাসের ধারণা

১.১: আধুনিক ইতিহাসচর্চার বৈচিত্র্য

নতুন সামাজিক ইতিহাস, খেলার ইতিহাস, খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাস, শিল্পচর্চার ইতিহাস (সংগীত, নৃত্য, নাটক, চলচ্চিত্র), পোশাক-পরিচ্ছদের ইতিহাস, যানবাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস, দৃশ্য শিল্পের ইতিহাস (ছবি আঁকা, ফটোগ্রাফি), স্থাপত্যের ইতিহাস, স্থানীয় ইতিহাস, শহরের ইতিহাস, সামরিক ইতিহাস, পরিবেশের ইতিহাস, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস, নারী ইতিহাস— এইসব ইতিহাসচর্চার ধারার মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা করে ইতিহাসের বিচিত্র দিকের ধারণা।

১.২: আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চার উপাদান ব্যবহারের পদ্ধতি

ক। সরকারি নথিপত্র (পুলিশ/ গোয়েন্দা/সরকারি আধিকারিকদের প্রতিবেদন/বিবরণ/চিঠিপত্র)

খ। আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা (*সত্তর বৎসর*/বিপিনচন্দ্র পাল; *জীবনস্মৃতি*/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; *জীবনের ঝরাপাতা*/সরলা দেবী চৌধুরানী)

গ। চিঠিপত্র (ইন্দিরা গান্ধিকে লেখা জওয়াহরলাল নেহরুর চিঠি— *Letters from a Father to His Daughter*)

ঘ। সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র (*বঙ্গদর্শন* এবং *সোমপ্রকাশ*)— এই উপাদানগুলি ব্যবহারের পদ্ধতি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

টুকরো কথা: আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় ফটোগ্রাফের ব্যবহার, ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা

পর্ব: ১— নতুন সংঘবদ্ধতার অভিমুখে

অধ্যায়: ২— সংস্কার: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

২.১: উনিশ শতকের বাংলা— সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র ও সাহিত্যে সমাজের প্রতিফলন

বামাবোধিনী, *হিন্দু প্যাট্রিয়ট* এবং *হুতোম প্যাঁচার নকশা*, *নীলদর্পণ*, গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা —উপরিউক্ত আলোচনার নিরিখে এই প্রসঙ্গগুলির বিশেষ আলোচনা করতে হবে।

২.২: উনিশ শতকের বাংলা— শিক্ষা সংস্কার: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

প্রাচ্য শিক্ষা-পাশ্চাত্য শিক্ষা বিষয়ক দ্বন্দ্ব, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, নারী শিক্ষা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — এই বিষয়গুলির ভিত্তিতে শিক্ষা সংস্কারের প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে হবে। সেই প্রসঙ্গে— পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ : রাজা রামমোহন রায় ও রাজা রাধাকান্ত দেব, পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ : ডেভিড হেয়ার ও জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বিটন, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং চিকিৎসাবিদ্যাচর্চার বিকাশ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষার বিকাশ — এই চারটি বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করতে হবে।

টুকরো কথা : মধুসূদন গুপ্ত

২.৩: উনিশ শতকের বাংলা— সমাজ সংস্কার: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

ব্রাহ্ম সমাজসমূহের উদ্যোগ, সতীদাহ প্রথা-বিরোধী আন্দোলন, 'নব্যবঙ্গ' গোষ্ঠী, বিধবা বিবাহ আন্দোলন—এই প্রসঙ্গগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হবে।

টুকরো কথা: হাজী মহম্মদ মহসীন

২.৪: উনিশ শতকের বাংলা— ধর্ম সংস্কার: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

ব্রাহ্ম আন্দোলন— বিবর্তন, বিভাজন, বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা; রামকৃষ্ণের 'সর্বধর্ম সমন্বয়'-এর আদর্শ; স্বামী বিবেকান্দের ধর্ম সংস্কারের অভিমুখ: নব্য বেদান্ত— বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

টুকরো কথা: লালন ফকির, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

২.৫: 'বাংলার নবজাগরণ'-এর চরিত্র ও পর্যালোচনা, উনিশ শতকের বাংলায় 'নবজাগরণ' ধারণার ব্যবহার বিষয়ক বিতর্ক

অধ্যায়: ৩— প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ: বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ

৩.১: ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন ও সেই বিষয়ে আদিবাসী জনগণের প্রতিক্রিয়া বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা; প্রসঙ্গত বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ও বিপ্লব-এর ধারণাগত আলোচনা।

চুয়াড় বিদ্রোহ (দ্বিতীয় পর্ব, মেদিনীপুর, ১৭৯৮-'৯৯), কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-'৩২), সাঁওতাল হুল (১৮৫৫-'৫৬), মুন্ডা বিদ্রোহ (১৮৯৯-১৯০০)--- এই বিদ্রোহগুলির অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনাসহ বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ

টুকরো কথা: রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), ভিল বিদ্রোহ (১৮১৯)

৩.২: সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০), বাংলায় ওয়াহাবি-ফরাজি আন্দোলন--- এই বিদ্রোহগুলির অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনাসহ বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ

টুকরো কথা: পাগলপন্থী বিদ্রোহ (প্রথম পর্ব, ১৮২৫-'২৭) তরিকা-ই মহম্মদীয়া

৩.৩: নীল বিদ্রোহ— এই বিদ্রোহের অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনাসহ বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ

টুকরো কথা: পাবনার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭০)

অধ্যায়: ৪— সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা : বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ

৪.১: ১৮৫৭-র বিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি (ঐ বিদ্রোহের সঙ্গে জাতীয়তাবোধের সম্বন্ধবিষয়ক বিতর্ক)— সংক্ষিপ্ত আলোচনা। প্রসঙ্গক্রমে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের মনোভাব, মহারানির ঘোষণাপত্র (১৮৫৮)— এই বিষয়দুটিরও আলোচনা করতে হবে।

৪.২: 'সভা-সমিতির যুগ': বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ

বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, জমিদার সভা, ভারত সভা, হিন্দুমেলা — উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই চারটি উদ্যোগের আলোচনায় জোর দিতে হবে।

৪.৩: লেখায় ও রেখায় জাতীয়তাবোধের বিকাশ:বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ

আনন্দমঠ, *বর্তমান ভারত*, *গোরা* এবং *ভারতমাতা* (চিত্র)— এই তিনটি রচনা ও ছবিটির মধ্যে কীভাবে জাতীয়তাবোধ ফুটে উঠেছে কেবল সেই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রে ঔপনিবেশিক সমাজের সমালোচনা বিষয়টিও আলোচ্য।

পর্ব: ২— সংঘবদ্ধতার নানান স্বর

অধ্যায়: ৫— বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ (উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত): বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

৫.১: বাংলায় ছাপাখানার বিকাশ; ছাপা বইয়ের সঙ্গে শিক্ষাবিস্তারের সম্বন্ধ; ছাপাখানার ব্যবসায়িক উদ্যোগ—প্রসঙ্গক্রমে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স-এর আলোচনা।

৫.২: বাংলায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার বিকাশ— প্রসঙ্গক্রমে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স, কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ ও বসুবিজ্ঞান মন্দিরের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা; বাংলায় কারিগরি শিক্ষার বিকাশ ও সেই প্রসঙ্গে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউটের ভূমিকার অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা।

৫.৩: ঔপনিবেশিক শিক্ষা ধারণার সমালোচনা; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শান্তিনিকেতন ভাবনা এবং বিশ্বভারতীর উদ্যোগ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা; প্রসঙ্গক্রমে প্রকৃতি, মানুষ ও শিক্ষার সমন্বয় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

অধ্যায়: ৬— বিশ শতকের ভারতে কৃষক, শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

৬.১: বিশ শতকের ভারতে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস ও বামপন্থী রাজনীতির সংযোগ: বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন— এই চারটি আন্দোলনের পর্বে কৃষক আন্দোলনের পর্যালোচনা। প্রসঙ্গক্রমে একা আন্দোলন এবং বারদৌলি সত্যাগ্রহ বিষয়দুটি আলোচ্য।

৬.২: বিশ শতকের ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস ও বামপন্থী রাজনীতির সংযোগ: বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন— এই চারটি আন্দোলনের পর্বে শ্রমিক আন্দোলনের পর্যালোচনা। ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস্ পার্টি —এই প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে।

৬.৩: বিশ শতকের ভারতে উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে বামপন্থী রাজনীতির অংশগ্রহণের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

টুকরো কথা: মানবেন্দ্রনাথ রায় ও ভারতের বামপন্থী আন্দোলন

অধ্যায়: ৭— বিশ শতকের ভারতে নারী, ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন: বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ

৭.১: বিশ শতকের ভারতে নারী আন্দোলনের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ; বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন,

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন— এই চারটি আন্দোলনের পর্বে নারী আন্দোলনের পর্যালোচনা। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণের চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে। সে প্রসঙ্গে দীপালি সংঘ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত এই তিনটি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচ্য।

টুকরো কথা: আজাদ হিন্দ ফৌজের নারীবাহিনী

৭.২: বিশ শতকের ভারতে ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ; বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলন— এই চারটি আন্দোলনের পর্বে ছাত্র আন্দোলনের পর্যালোচনা। সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণের চরিত্র সংক্ষেপে আলোচনা করতে হবে। সে প্রসঙ্গে অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, সূর্য সেন, বীণা দাস, রশিদ আলি দিবস এই প্রসঙ্গগুলি বিশেষভাবে আলোচ্য।

৭.৩: বিশ শতকের ভারতে দলিত রাজনীতি ও আন্দোলনের বিকাশ— চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ; দলিত-অধিকার বিষয়ে গান্ধি-আম্বেদকর বিতর্ক; প্রসঙ্গক্রমে বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলন বিষয়ে অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা।

অধ্যায়: ৮— উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারত: বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৭-১৯৬৪)

৮.১: দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির উদ্যোগ ও বিতর্ক (১৯৪৭ এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের দুটি মানচিত্র ব্যবহার করে আলোচ্য পরিপ্রেক্ষিতে ভারত রাষ্ট্রের পরিবর্তিত আন্তঃ ও বহির্সীমানা চিহ্নিত করতে হবে)

টুকরো কথা: কাশ্মীর প্রসঙ্গ, হায়দরাবাদের অন্তর্ভুক্তি

৮.২: ১৯৪৭-পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ ও বিতর্ক; প্রসঙ্গক্রমে আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথায় দেশভাগ বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচ্য।

৮.৩: ভাষার ভিত্তিতে ভারতে রাজ্য পুনর্গঠনের উদ্যোগ ও বিতর্ক (১৯৪৮ এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের দুটি মানচিত্র ব্যবহার করে আলোচ্য পরিপ্রেক্ষিতে ভারত রাষ্ট্রের পরিবর্তিত আন্তঃমানচিত্র চিহ্নিত করতে হবে)

টুকরো কথা: রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ও আইন (১৯৫৩-১৯৫৬), সংবিধানে স্বীকৃত ভাষাসমূহ (১৯৬৪ পর্যন্ত)।

দশম শ্রেণির ইতিহাস ও পরিবেশ পাঠ্যসূচির কাম্য শিখন সামর্থ্য বিশ্লেষণ

অধ্যায়	উপএকক	মূল ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধারণা	কাম্য শিখন সামর্থ্য
ইতিহাসের ধারণা	আধুনিক ইতিহাসচর্চার বৈচিত্র্য	• নতুন সামাজিক ইতিহাস, খেলার ইতিহাস, খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাস, শিল্পচর্চার ইতিহাস (সংগীত, নৃত্য, নাটক, চলচ্চিত্র), পোশাক পরিচ্ছদের ইতিহাস, যানবাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাস, দৃশ্য শিল্পের ইতিহাস (ছবি আঁকা, ফটোগ্রাফি), স্থাপত্যের ইতিহাস, স্থানীয় ইতিহাস, শহরের ইতিহাস, সামরিক ইতিহাস, পরিবেশের ইতিহাস, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যার ইতিহাস, নারী ইতিহাস।	• আধুনিক ইতিহাসচর্চার বিভিন্ন ধারাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পারবে। • প্রথাগত ইতিহাসচর্চার অভিমুখের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবে। • পাঠ্যসূচিতে বর্ণিত আধুনিক ইতিহাসচর্চার বিভিন্ন ধারাগুলির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। • দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির বিভিন্ন প্রসঙ্গ কীভাবে এখানে আলোচ্য বিভিন্ন ধারার ইতিহাসচর্চার সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেগুলি উদাহরণসহ বর্ণনা করতে পারবে।
	আধুনিক ইতিহাসচর্চার উপাদান ব্যবহারের পদ্ধতি	• আধুনিক ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সরকারি নথিপত্র (পুলিশ/গোয়েন্দা সরকারি আধিকারিকদের প্রতিবেদন/বিবরণ/চিঠিপত্র) ব্যবহার • আধুনিক ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা (সত্তর বৎসর/বিপিনচন্দ্র পাল; জীবনস্মৃতি/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; জীবনের ঝরাপাতা/সরলাদেবী চৌধুরানী) ব্যবহার • আধুনিক ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে চিঠিপত্র (ইন্দিরা গান্ধিকে লেখা জওয়াহরলাল নেহরুর চিঠি- Letters from a Father to His Daughter) ব্যবহার • আধুনিক ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র (বঙ্গদর্শন এবং সোমপ্রকাশ) ব্যবহার	• এই জাতীয় প্রতিটি নথির চারিত্রিক পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবে। • কেন, কোথায়, কোন চরিত্রের নথি ব্যবহার করা হলো বা হলো না, নথি ব্যবহারের সময় কী কী বিশ্লেষণী সতর্কতা নেওয়া দরকার সেসব যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারবে। • দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির বিভিন্ন প্রসঙ্গ কীভাবে এখানে আলোচ্য বিভিন্ন ধারার নথিপত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেগুলি উদাহরণসহ আলোচনা করতে পারবে। • সরকারি নথি ও ব্যক্তিগত চিঠি/আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা/সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র— ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এগুলির ব্যবহারগত পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। • ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ফটোগ্রাফ ব্যবহার ও ইন্টারনেট থেকে তথ্য, ছবি সংগ্রহের ক্ষেত্রে কপিরাইট সংক্রান্ত ধারণা ও সেগুলির নির্ভরযোগ্যতা বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে পারবে

অধ্যায়	উপএকক	মূল ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধারণা	কাম্য শিখন সামর্থ্য
		• আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় ফটোগ্রাফের ব্যবহার • ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা	
সংস্কার : বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা	উনিশ শতকের বাংলা- সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র ও সাহিত্যে সমাজের প্রতিফলন	সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র এবং সাহিত্যে সমকালীন সমাজের প্রতিবিম্ব : উনিশ শতকের বাংলার একটি নমুনা	• ইতিহাসচর্চার উৎস হিসেবে সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র এবং সাহিত্যের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। • সমকালীন ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে উৎস হিসেবে সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র, সাহিত্যের গুরুত্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবে। • উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে উৎস হিসেবে বামাবোধিনী, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, হুতোম প্যাঁচার নক্সা, নীলদর্পন, গ্রামবার্তা প্রকাশিকার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। • উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে সমগোত্রীয় অন্যান্য সাময়িকপত্র, সংবাদপত্র এবং সাহিত্যের উদাহরণ দিতে পারবে।
	উনিশ শতকের বাংলা- শিক্ষা সংস্কার : বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা	• সংস্কারের ধারণা এবং বিশেষত শিক্ষা সংস্কারের ধারণা এবং চরিত্র • প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শগত দ্বন্দ্ব • ঔপনিবেশিক ভারতে ইংরেজি শিক্ষার বিকাশ • নারীশিক্ষার প্রসারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা • পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় ও রাজা রাধাকান্তদেবের উদ্যোগ • পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে ডেভিড হেয়ার ও জে ই ডি বেথুনের ভূমিকা • চিকিৎসাবিদ্যাচর্চার বিকাশে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ভূমিকা • উচ্চশিক্ষার বিকাশে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা	• ঔপনিবেশিক বাংলায় শিক্ষা সংস্কার উদ্যোগগুলির বৈশিষ্ট আলোচনা করতে পারবে। • প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার আদর্শগত দ্বন্দ্ব বর্ণনা করতে পারবে। • ঔপনিবেশিক ভারতে ইংরেজি শিক্ষার বিকাশের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। • নারী শিক্ষার বিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্তি দেব, ডেভিড হেয়ার, জে ই ডি বেথুনের উদ্যোগের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে। • চিকিৎসাবিদ্যাচর্চা এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • মধুসূদন গুপ্ত কর্তৃক মানুষের অঙ্গ সংস্থান সম্পর্কিত চর্চার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবে।

অধ্যায়	উপএকক	মূল ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধারণা	কাম্য শিখন সামর্থ্য
	উনিশ শতকের বাংলা- সমাজ সংস্কার বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা	• সংস্কারে ধারণা এবং বিশেষত সমাজ সংস্কারের ধারণা এবং চরিত্র • ব্রাহ্ম সমাজসমূহ কর্তৃক গৃহীত সমাজ সংস্কার উদ্যোগসমূহ • সতীদাহ প্রথা বিরোধি আন্দোলনের বিকাশ ও তার প্রভাব • ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের বিস্তার ও তার প্রভাব • বিধবাবিবাহ আন্দোলনের বিকাশ ও তার প্রভাব • মুসলমান সমাজে সংস্কারের উদ্যোগসমূহ হাজী মহম্মদ মহসিনের ভূমিকা	• ঔপনিবেশিক বাংলায় সমাজ সংস্কার উদ্যোগগুলির বৈশিষ্ট আলোচনা করতে পারবে। • সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজ সমূহের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। • সমকালীন সমাজে সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলনের গুরুত্ব এবং প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে। • উনিশ শতকের বাংলায় ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটির ভূমিকা এবং প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। • সমকালীন সমাজে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রভাব আলোচনা করতে পারবে। • মুসলমান সমাজে সংস্কারের ক্ষেত্রে হাজী মহম্মদ মহসিনের উদ্যোগ এবং ভূমিকা পর্যালোচনা করতে পারবে।
	উনিশ শতকের বাংলা- ধর্ম সংস্কার : বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা	• সংস্কারের ধারণা এবং বিশেষত ধর্ম সংস্কারের ধারণা এবং চরিত্র • ব্রাহ্ম সমাজসমূহ কর্তৃক সমাজ সংস্কার উদ্যোগসমূহ • ধর্ম সংস্কারের অংশ হিসেবে ব্রাহ্ম আন্দোলনের বিবর্তন • রামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শের বিকাশ • স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মসংস্কার বিষয়ক ধারণার বিকাশ • স্বামী বিবেকানন্দের নব্য বেদান্তবাদের আদর্শ • ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও ধর্ম সমন্বয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে লালন ফকির এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভূমিকা	• ঔপনিবেশিক বাংলায় ধর্মসংস্কারের চরিত্রগুলি আলোচনা করতে পারবে। • ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে ব্রাহ্মসমাজ সমূহের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের অংশ হিসেবে ব্রাহ্ম আন্দোলনের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবে। • রামকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ পর্যালোচনা করতে পারবে। • স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম সংস্কারের আদর্শ বিশ্লেষণ করতে পারবে। • স্বামী বিবেকানন্দের নব্য বেদান্তবাদের আদর্শের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। • ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ও ধর্মসমন্বয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে লালন ফকির এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভূমিকা পর্যালোচনা করতে পারবে।

অধ্যায়	উপএকক	মূল ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধারণা	কাম্য শিখন সামর্থ্য
	'বাংলার নবজাগরণ' -এর চরিত্র ও পর্যালোচনা	• বাংলা নবজাগরণের ধারণা • উনিশ শতকের বাংলায় 'নবজাগরণ' ধারণার ব্যবহার বিষয়ক বিতর্ক	• ঔপনিবেশিক বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নবজাগরণ-এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবে। • উনিশ শতকের বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে 'নবজাগরণ' ধারণার ব্যবহার সংক্রান্ত বিতর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। • উনিশ শতকের বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে 'রেনেসাঁস' ধারণার ব্যবহারের পক্ষে এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে।
প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ : বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ	অরণ্য আইন ও সেই বিষয়ে আদিবাসী জনগণের প্রতিক্রিয়া	• ঔপনিবেশিক অরণ্য আইনের ধারণা এবং বৈশিষ্ট্যসমূহ • বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের ধারণা • আদিবাসী জনগণের প্রতিক্রিয়া • ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কয়েকটি আদিবাসী ও গণবিদ্রোহের চরিত্র : চুয়াড়, কোল, সাঁওতাল, মুন্ডা, রংপুর, ভিল	• ঔপনিবেশিক অরণ্য আইনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে পারবে। • ঔপনিবেশিক শাসন এবং আদিবাসী জনগণের মধ্যে সংঘর্ষের প্রধান ও প্রসঙ্গগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। • উপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে বিদ্রোহ অভ্যুত্থান ও বিপ্লবের ধারণা ব্যাখ্যা ও তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে। • কয়েকটি আদিবাসী ও গণবিদ্রোহের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবে। • আদিবাসী ও গণবিদ্রোহ হিসাবে চুয়াড়, কোল, সাঁওতাল মুন্ডা, রংপুর, ভিল বিদ্রোহের বিবর্তন বিষয়ে আলোচনা করতে পারবে। • ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। • এই আন্দোলনগুলির সঙ্গে যুক্ত স্থানগুলি ভারতের মানচিত্রে চিহ্নিত ও নামাঙ্কিত করতে সক্ষম হবে।
	সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, বাংলায় ওয়াহাবি-ফরাজি আন্দোলন	• সন্ন্যাসী-ফকির, ওয়াহাবি, ফরাজি, পাগলপন্থী বিদ্রোহ এবং তারিখ-ই-মহম্মদিয়ার ধারণা • এই বিদ্রোহ/ অভ্যুত্থানগুলির চরিত্র	• উপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে সন্ন্যাসী-ফকির, ওয়াহাবি, ফরাজি, পাগলপন্থী বিদ্রোহ এবং তারিখ-ই-মহম্মদিয়ার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহ/ অভ্যুত্থানগুলির মূল বৈশিষ্টগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবে। • এই বিদ্রোহ/ অভ্যুত্থানগুলির বিবর্তন আলোচনা করতে পারবে। • ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা এই বিদ্রোহ/ অভ্যুত্থানগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। • এই আন্দোলনগুলির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্থান ভারতের মানচিত্রে চিহ্নিত ও নামাঙ্কিত করতে পারবে।

অধ্যায়	উপএকক	মূল ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধারণা	কাম্য শিখন সামর্থ্য
	নীলবিদ্রোহ	• নীলবিদ্রোহ নামকরণের পক্ষে যুক্তি • নীলবিদ্রোহের চরিত্র • পাবনা কৃষক বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	• নীলবিদ্রোহ নামকরণের যাথার্থ ব্যাখ্যা করতে পারবে। • নীল চাষকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক শাসক ও কৃষকদের মধ্যে সংঘর্ষের মূল প্রসঙ্গগুলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। • নীলবিদ্রোহের বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবে। • পাবনা কৃষক বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করতে পারবে। • ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা এই বিদ্রোহ/অভ্যুত্থানগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। • এই আন্দোলনগুলির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্থান ভারতের মানচিত্রে চিহ্নিত ও নামাঙ্কিত করতে পারবে।
সংঘ-বদ্ধতার গোড়ার কথা : বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ	১৮৫৭-র বিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি	• ১৮৫৭-র বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি • জাতীয়তাবাদের ধারণা • ১৮৫৭-র বিদ্রোহ এবং জাতীয়তাবাদের ধারণার সম্পর্ক বিষয়ক বিতর্ক • ১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রতি বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়া • মহারানির ঘোষণাপত্রের ধারণা এবং তার মূল বক্তব্য	• ১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্র বর্ণনা করতে পারবে। • ১৮৫৭-র বিদ্রোহ এবং জাতীয়তাবাদের ধারণার সম্পর্ক বিষয়ক বিতর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। • ১৮৫৭-র বিদ্রোহের প্রতি বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। • ঔপনিবেশিক বিরোধী লড়াইয়ের প্রেক্ষিতে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। • ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্থান ভারতের মানচিত্রে চিহ্নিত ও নামাঙ্কিত করতে পারবে। • মহারানির ঘোষণাপত্রের মূল বক্তব্য বর্ণনা করতে পারবে। • ঔপনিবেশিক শাসন দৃঢ় করার ক্ষেত্রে মহারানির ঘোষণাপত্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
	'সভা-সমিতির যুগ': বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ	• 'সভা-সমিতির যুগ' নামকরণের যাথার্থ • 'সভা-সমিতির যুগ'-এর বেশিষ্ট্য • বিভিন্ন সংগঠনের (বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, জমিদার সভা, ভারত সভা, হিন্দু মেলা) বিবর্তন এবং উপনিবেশ-বিরোধী লড়াইয়ে তাদের ভূমিকা	• 'সভা-সমিতির যুগ' নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। • 'সভা-সমিতির যুগে'-র প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতে পারবে। • এই সমিতিগুলির বিবর্তন সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করতে পারবে। • এই সমিতিগুলির প্রধান দাবিসমূহ আলোচনা করতে ও তালিকা তৈরি করতে পারবে।

অধ্যায়	উপএকক	মূল ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধারণা	কাম্য শিখন সামর্থ্য
		• জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে এই সংগঠনগুলির সম্পর্ক বিষয়ক বিতর্ক	• উপনিবেশ-বিরোধী লড়াইয়ে এই সংগঠনগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। • জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে এই সংগঠনগুলির সম্পর্ক বিষয়ক বিতর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে।
	লেখায় ও রেখায় জাতীয়তাবোধের বিকাশ : বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ	• জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক প্রকাশ • সাহিত্যে জাতীয়তাবাদের প্রকাশ (আনন্দমঠ, বর্তমান ভারত, গোরা) • চিত্রশিল্পে জাতীয়তাবাদের প্রকাশ (ভারতমাতা) • জাতীয়তাবাদের এই প্রকাশভঙ্গিগুলির বৈশিষ্ট্য • এই লেখা ও ছবিগুলির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক সরকার ও সমাজের সমালোচনা • গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রে ঔপনিবেশিক সমাজের সমালোচনা	• উপযুক্ত উদাহরণসহ সাহিত্যে ও চিত্রশিল্পে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রকাশের ধারণাটি বর্ণনা করতে পারবে। • জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রকাশে আনন্দমঠ, বর্তমান ভারত ও গোরার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের চরিত্র কীভাবে ঐ লেখাগুলিতে ফুটে উঠেছে তার তুলনা করতে পারবে। • সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবে। • জাতীয়তাবাদের ধারণাকে মূর্ত করে তোলার ক্ষেত্রে চিত্রশিল্পের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবে। • ঔপনিবেশ-বিরোধী লড়াইয়ের প্রেক্ষিতে এই সাহিত্য ও শিল্পসৃষ্টিগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। • ব্যঙ্গচিত্র কীভাবে ঔপনিবেশিক শাসন ও সমাজের সমালোচনা ও প্রতিবাদের মাধ্যম হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ	বাংলায় ছাপাখানার বিকাশ	• উনিশ শতকের মধ্যভাগ ও বিশ শতকের গোড়ায় বাংলায় ছাপাখানা বিস্তারের ইতিহাস • মুদ্রিত পাঠ্য ও জ্ঞানের প্রসারের সম্পর্ক • ব্যবসায়িক উদ্যোগ হিসাবে ছাপাখানার প্রসার • ব্যবসায়িক উদ্যোগ হিসাবে ছাপাখানার জনপ্রিয়করণে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি এবং ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স-এর ভূমিকা	• উনিশ শতকের মধ্যভাগ ও বিশ শতকের গোড়ায় বাংলায় ছাপাখানা বিস্তারের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। • মুদ্রিত পাঠ্য ও জ্ঞানের প্রসারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। • ছাপাখানার প্রতি শিক্ষিত বাঙালি সমাজের প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। • ব্যবসায়িক উদ্যোগ হিসাবে ছাপাখানার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করতে পারবে। • ব্যবসায়িক উদ্যোগ হিসাবে ছাপাখানার জনপ্রিয়করণে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি এবং ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

অধ্যায়	উপএকক	মূল ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধারণা	কাম্য শিখন সামর্থ্য
	বাংলায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার বিকাশ	• উনিশ শতকের মধ্যভাগ ও বিশ শতকের গোড়ায় বাংলায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার বিকাশের ইতিহাস • বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অভ সায়েন্স, কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ভূমিকা • কারিগরি শিক্ষার প্রসারে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ভূমিকা	• উনিশ শতকের মধ্যভাগ ও বিশ শতকের গোড়ায় বাংলায় বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবে। • বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অভ সায়েন্স, কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ এবং বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। • কারিগরি শিক্ষার প্রসারে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবে। • উপনিবেশ-বিরোধী সত্তা ও জাতি গঠনে বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে।
	ঔপনিবেশিক শিক্ষা ধারণার সমালোচনা	• ঔপনিবেশিক শিক্ষা ধারণার সমালোচনা • এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা • শিক্ষার বিকল্প উদ্যোগ হিসাবে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর বিকাশ • প্রকৃতি, মানুষ ও শিক্ষার সমন্বয় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা	• ঔপনিবেশিক শিক্ষা ধারণার সমালোচনাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবে। • এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে। • শিক্ষার বিকল্প উদ্যোগ হিসাবে শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর বিকাশ বর্ণনা করতে পারবে। • উপনিবেশ-বিরোধী সত্তা ও জাতি গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃতি, মানুষ ও শিক্ষার সমন্বয় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে।
বিশ শতকের ভারতে কৃষক, শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন: বৈশিষ্ট্য ও আলোচনা	ভারতে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস ও বামপন্থী রাজনীতির সংযোগ	• কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্ক • কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির সম্পর্ক • বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে কৃষক আন্দোলনের বিবর্তন	• কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। • কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রতি কৃষকদের মনোভাব ও সেগুলির সঙ্গে সংযুক্তির চরিত্রের বিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারবে। • কৃষক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয়তাবাদী ও উপনিবেশ-বিরোধী লড়াইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।

অধ্যায়	উপএকক	মূল ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধারণা	কাম্য শিখন সামর্থ্য
		• কৃষক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয়তাবাদী ও উপনিবেশ-বিরোধী লড়াইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক • একা আন্দোলন ও বারদৌলি সত্যাগ্রহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	• উপনিবেশ-বিরোধী লড়াই হিসাবে কৃষক আন্দোলনগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। • কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্থান ভারতের মানচিত্রে চিহ্নিত ও নামাঙ্কিত করতে পারবে। • একা আন্দোলন ও বারদৌলি সত্যাগ্রহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করতে পারবে।
	ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস ও বামপন্থী রাজনীতির সংযোগ	• শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্ক • শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির সম্পর্ক • বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিক আন্দোলনের বিবর্তন • শ্রমিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয়তাবাদী ও উপনিবেশ-বিরোধী লড়াইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক • ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টির গঠন ও কার্যাবলী	• শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। • শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। • বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রতি শ্রমিকদের মনোভাব ও সেগুলির সঙ্গে সংযুক্তির চরিত্রের বিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারবে। • শ্রমিক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয়তাবাদী ও উপনিবেশ-বিরোধী লড়াইয়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। • উপনিবেশ-বিরোধী লড়াই হিসাবে শ্রমিক আন্দোলনগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। • শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্থান ভারতের মানচিত্রে চিহ্নিত ও নামাঙ্কিত করতে পারবে। • ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টির গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করতে পারবে
	ভারতে উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে বামপন্থী রাজনীতি	• ভারতে বামপন্থী রাজনীতির ধারণা • ভারতে বামপন্থী রাজনীতির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য • ভারতে উপনিবেশ-বিরোধী লড়াইয়ের সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির সম্পর্ক ও তার বিবর্তন	• ভারতে বামপন্থী রাজনীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • ভারতে বামপন্থী রাজনীতির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। • ভারতে উপনিবেশ-বিরোধী লড়াইয়ের সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির সম্পর্ক ও তার বিবর্তন বিশ্লেষণ করতে পারবে।

অধ্যায়	উপএকক	মূল ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধারণা	কাম্য শিখন সামর্থ্য
		• ভারতে বামপন্থী রাজনীতিতে যোগদানের প্রকৃতি • বামপন্থী আন্দোলনে মানবেন্দ্রনাথ রায়-এর ভূমিকা	• ভারতে বামপন্থী রাজনীতিতে যোগদানের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। • উপনিবেশ-বিরোধী লড়াই হিসাবে বামপন্থী রাজনীতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। • বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্থান ভারতের মানচিত্রে চিহ্নিত ও নামাঙ্কিত করতে পারবে। • বামপন্থী আন্দোলনে মানবেন্দ্রনাথ রায়-এর ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবে।
বিশ শতকের ভারতে নারী, ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন: বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ	বিশ শতকের ভারতে নারী আন্দোলনের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ	• বিশ শতকের ভারতে নারী আন্দোলনের বিবর্তনের তুলনামূলক আলোচনা • বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নারী আন্দোলনের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা • সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে বিভিন্ন নারী ও সংগঠনের ভূমিকা • বিশ শতকের ভারতে নারী আন্দোলনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য • বিশ শতকের ভারতে নারী আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন • আজাদ হিন্দ ফৌজ-এ নারীদের ভূমিকা	• বিশ শতকের ভারতে নারী আন্দোলনের বিবর্তনের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে। • বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নারী আন্দোলনের চরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবে। • সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে বিভিন্ন নারী ও সংগঠনের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে। • বিশ শতকের ভারতে নারী আন্দোলনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। • উপনিবেশ-বিরোধী লড়াই হিসাবে বিশ শতকের ভারতে নারী আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। • আজাদ হিন্দ ফৌজ-এ নারীদের ভূমিকা আলোচনা করতে পারবে।
	বিশ শতকের ভারতে ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ	• বিশ শতকের ভারতে ছাত্র আন্দোলনের বিবর্তনের তুলনামূলক আলোচনা • বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র আন্দোলনের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা	• বিশ শতকের ভারতে ছাত্র আন্দোলনের বিবর্তনের তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে। • বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র আন্দোলনের চরিত্রের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে পারবে। • সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে ছাত্রদের ও বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে।

অধ্যায়	উপএকক	মূল ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধারণা	কাম্য শিখন সামর্থ্য
		• সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে ছাত্রদের ও বিভিন্ন সংগঠনের ভূমিকা • বিশ শতকের ভারতে ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য • বিশ শতকের ভারতে ছাত্র আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন	• বিশ শতকের ভারতে ছাত্র আন্দোলনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। • উপনিবেশ-বিরোধী লড়াই হিসাবে বিশ শতকের ভারতে ছাত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে।
	বিশ শতকের ভারতে *দলিত* রাজনীতি ও আন্দোলনের বিকাশ : চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ	• বিশ শতকের ভারতে *দলিত* রাজনীতির বিকাশ • বিশ শতকের ভারতে *দলিত* রাজনীতির ধারা • *দলিত* অধিকার নিয়ে গান্ধি ও আম্বেদকরের মধ্যে বিতর্ক • *দলিত* রাজনীতি ও আন্দোলনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য এবং উপনিবেশ-বিরোধী লড়াই এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তার সম্পর্ক • বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	• বিশ শতকের ভারতে *দলিত* রাজনীতির বিকাশ বর্ণনা করতে পারবে। • বিশ শতকের ভারতে *দলিত* রাজনীতির ধারা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • *দলিত* অধিকার নিয়ে গান্ধি ও আম্বেদকরের মধ্যে বিতর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। • *দলিত* রাজনীতি ও আন্দোলনের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। • উপনিবেশ-বিরোধী লড়াই হিসাবে *দলিত* আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবে। • বাংলায় নমঃশূদ্র আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করতে পারবে।
উত্তর-ঔপ-নিবেশিক ভারত : বিংশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৭-১৯৬৪)	দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির উদ্যোগ ও বিতর্ক	• দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির উদ্যোগ ও সে প্রসঙ্গে বিতর্ক। • বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে গণ আন্দোলন। • কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদের অন্তর্ভুক্তি বিতর্ক। • ১৯৪৭ ও ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভারত রাষ্ট্রের মানচিত্রের বিবর্তন।	• দেশীয় রাজ্যগুলির ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত হওয়ার পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা করতে পারবে। • দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণ আন্দোলনগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে পারবে। • ১৯৪৭ এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ভারতের দুটি মানচিত্রের আন্তঃ ও বর্হি সীমানার পরিবর্তনগত পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবে। • ১৯৪৭-পরবর্তী ভারত রাষ্ট্রের আন্তঃ ও বর্হি সীমানার পরিবর্তন কেন হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। • কাশ্মীর ও হায়দ্রাবাদ দেশীয় রাজ্য দুটির ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্গত হওয়া বিষয়ে বিতর্ক বর্ণনা করতে পারবে। • এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্থান ভারতের মানচিত্রে চিহ্নিত ও নামাঙ্কিত করতে পারবে।

অধ্যায়	উপএকক	মূল ঐতিহাসিক ঘটনা ও ধারণা	কাম্য শিখন সামর্থ্য
	১৯৪৭-পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ ও বিতর্ক	● উদ্বাস্তু সমস্যার পরিপ্রেক্ষিত হিসাবে দেশ ভাগ। ● পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে উদ্বাস্তু সমস্যার চরিত্র। ● উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে ভারত রাষ্ট্রের উদ্যোগ ও সেই সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত কর্মসূচি সংক্রান্ত বিতর্ক। ● আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথায় দেশভাগ প্রসঙ্গ ও উদ্বাস্তু সমস্যার প্রতিফলন।	● দেশ ভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার কার্য-কারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ● বাংলা ও পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু সমস্যার চরিত্র বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে। ● উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানে ভারত রাষ্ট্রের বিভিন্ন উদ্যোগ ও সেগুলি সংক্রান্ত বিতর্কসমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ● ১৯৪৭ এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ভারতের দুটি মানচিত্রের আন্তঃ ও বর্হি সীমানার পরিবর্তনগত পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবে। ● দেশ ভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার ইতিহাসচর্চায় আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
	ভাষার ভিত্তিতে ভারতে রাজ্য পুনর্গঠনের উদ্যোগ ও বিতর্ক	● ভাষাগত পরিচয় নির্মাণে জাতীয়তাবাদের ভূমিকা। ● ভাষাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবি। ● ভাষাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের উদ্যোগ ও সেই সংক্রান্ত বিভিন্ন বিতর্ক। ● রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ও আইন। ● সংবিধানে স্বীকৃত ভাষাসমূহ। ● ১৯৪৮ ও ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের মানচিত্রের সাহায্যে ভারত রাষ্ট্রের আন্তঃমানচিত্রের বিবর্তন।	● ভাষাগত পরিচয় নির্মাণের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। ● ভাষাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের দাবিগুলি আলোচনা করতে পারবে। ● ভাষাগত পরিচয়ের ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের উদ্যোগগুলি বর্ণনা করতে পারবে ও সেই সংক্রান্ত বিতর্কগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ● রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কার্যাবলি ও আইন সমূহ বর্ণনা করতে পারবে। ● সংবিধান স্বীকৃত ভাষাগুলির তালিকা বানাতে পারবে। ● ১৯৪৮ এবং ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ভারতের দুটি মানচিত্রের আন্তঃসীমানার পরিবর্তনগত পার্থক্য চিহ্নিত করতে পারবে। ● এই বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন স্থান ভারতের মানচিত্রে চিহ্নিত ও নামাঙ্কিত করতে পারবে।

শ্রেণিশিখনে নির্মিতিবাদ তত্ত্বের প্রয়োগ
নমুনা কাঠামো — ১

একক : সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা : বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ

উপএকক : ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি

ক্রম	পর্যায়	কী কী কাজ হতে পারে
১	পর্যবেক্ষণ (Observation)	শিক্ষিকা/শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নানারকম পর্যবেক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত প্রশ্নের মাধ্যমে আলোচনা শুরু করতে পারেন। যেমন— ক. তোমরা কি কখনও কোনো আন্দোলন বা প্রতিবাদ দেখেছ? খ. সংবাদপত্র বা সংবাদ চ্যানেলে কি কখনো হরতাল বা প্রতিরোধ-এর ছবি/খবর দেখেছ? গ. সেই সকল আন্দোলনে/প্রতিবাদে মানুষ কীভাবে সামিল হয়েছিল?
২	পূর্বসূত্র স্থাপন (Contextualisation)	শিক্ষিকা/শিক্ষক এরপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক পরিবেশের পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের সঙ্গে আলোচ্য বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করবেন। যেমন— ক. প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ এর পথ মানুষ কেন বেছে নেয় বলে তুমি মনে করো? খ. বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট কেন রচিত হয়? গ. সব বিদ্রোহ কি একই কারণে গড়ে ওঠে? ঘ. বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্য ও ভূমিকা কেমন ধরনের হয়? ঙ. চরিত্র বা প্রকৃতিগত দিক থেকে বিদ্রোহগুলি কি আলাদা না একই রকমের হয়? শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণিতে আদিবাসী ও কৃষক বিদ্রোহগুলির মধ্যে চরিত্র ও প্রকৃতিগত পার্থক্য; ১৮৫৭-র বিদ্রোহের কারণ ও ফলাফল-প্রভৃতি সম্পর্কে জেনেছে। শিক্ষার্থীদের একটি দল অন্য দলের শিক্ষার্থীদের এবিষয়ে প্রশ্ন করতে পারে বা এবিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে পারে।
৩	জ্ঞানগত শিক্ষানবিশি (Cognitive apprenticeship)	যেসব বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান গঠনে বা প্রাথমিক ধারণা নির্মাণে এখনও ফাঁক ও খামতি রয়ে গেছে, শিক্ষক/শিক্ষিকা প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে সেই খামতিগুলি পূরণ করার চেষ্টা করবেন। যেমন— ক. এই বিদ্রোহের সাথে কি জাতীয়তাবোধের সম্পর্ক ছিল? খ. ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পিছনে সিপাহীদের ভূমিকা কেমন ছিল? গ. ১৮৫৭-র বিদ্রোহকে 'জাতীয় বিদ্রোহ' বলা কী যুক্তিযুক্ত?

ক্রম	পর্যায়	কী কী কাজ হতে পারে
৪	সহযোগিতা (Collaboration)	১৮৫৭-র বিদ্রোহের চরিত্র ও প্রকৃতি বিষয়ক আলোচনার সময় শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনা করে জেনে নিতে পারবে যে সুনির্দিষ্ট চরিত্র ও প্রকৃতি দ্বারা একে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। একাধিক ব্যাখ্যা তাদের আলোচনায় উঠে আসতে পারে। যেমন- কেউ বলতে পারে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ছিল সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ, জাতীয় বিদ্রোহ বা সিপাহী বিদ্রোহ। ফলে পারস্পরিক আলোচনা ও ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সকলের সহযোগিতাভিত্তিক ধারণাগত সাম্য তৈরি হবে।
৫	ব্যাখ্যা নির্মাণ (Interpretation Construction)	আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কোনো একটি বিষয়ে নিজস্ব ধারণা গড়ে উঠবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক প্রয়োজনে সেই ধারণা পরিমার্জন করবেন। যেমন — ক. ১৮৫৭-র বিদ্রোহ কী প্রকৃত অর্থে 'জাতীয় বিদ্রোহ' ছিল? খ. জাতীয়তাবোধের সঙ্গে ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সম্পর্ক কী? গ. সিপাহীদের অসন্তোষের প্রকৃতি কেমন ছিল?
৬	বহুমুখী ব্যাখ্যা (Multiple Interpretation)	শিক্ষার্থীরা ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সঙ্গে অন্যান্য বিদ্রোহগুলির চরিত্র ও প্রকৃতি বিষয়ে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারবে। ক. ১৮৫৭-র বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ চরিত্রগত দিক থেকে কতটা আলাদা ছিল? খ. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতি ১৮৫৭-র বিদ্রোহের পটভূমি নির্মাণ করেছিল কী? গ. তুমি কী মনে করো সিপাহীরা যুক্ত না হলে ১৮৫৭-র বিদ্রোহ সংগঠিত হতো?
৭	বহুমুখী উপস্থাপনা (Multiple Manifestation)	১৮৫৭-র বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে সিপাহীদের ভূমিকা ও জাতীয়তাবোধের সম্বন্ধ প্রসঙ্গটি পরিপ্রেক্ষিতনির্ভরভাবে ধারণা করতে পারবে শিক্ষার্থীরা। অর্থাৎ বিভিন্ন ঐতিহাসিক ধারণা ও ব্যাখ্যার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্কে তাদের বোধগম্যতা বিকশিত হবে। পাশাপাশি, তারা ঐ জাতীয় ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে নিজের অবস্থান বিষয়ে যুক্তি ও কল্পনাধর্মী প্রসঙ্গ আলোচনা করতে পারবে। যেমন : তুমি যদি ১৮৫৭-র বিদ্রোহের সময় কলকাতায় থাকতে তাহলে কীভাবে বিদ্রোহটিকে দেখতে? ইত্যাদি।

শ্রেণিশিখনে নির্মিতিবাদ তত্ত্বের প্রয়োগ

নমুনা কাঠামো — ২

একক : বিশ শতকের ভারতের নারী, ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন : বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ

উপএকক : বিশ শতকের ভারতে নারী আন্দোলনের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ

ক্রম	পর্যায়	কী কী কাজ হতে পারে
১	শিক্ষার্থীকে কাজের সঙ্গে যুক্ত করা (Engagement Phase)	এই পর্যায়ে নানা আলোচনা, হাতে-কলমে কাজ (activity) ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিষয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা যায়। একইসঙ্গে শিক্ষার্থীদের পূর্বার্জিত ধারণাগুলি সম্বন্ধে শিক্ষিকা/শিক্ষকের জানার চেষ্টাও এই পর্যায়ের বিশেষত্ব। শিক্ষার্থীদের পূর্বার্জিত শিখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান শিখন অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ স্থাপন আর পরবর্তী হাতে-কলমে কাজগুলির ভিত্তিস্থাপনও এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য। যেমন— ক. ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারায় যুক্ত হয়েছিলেন এমন কয়েকজন নারীর নাম লেখো। খ. বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী, অসহযোগ, আইন অমান্য ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যুক্ত থাকা নারীদের নামের একটি তালিকা তৈরি করো।
২	অনুসন্ধান করা (Exploration Phase)	শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে দলে মিলে বিভিন্ন কাজ করবে। পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়টি সম্বন্ধে একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা গড়ে উঠবে। শিক্ষিকা/শিক্ষক এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের তথ্য বা অন্যান্য সাহায্য দিয়ে অনুসন্ধান প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য (facilitate) করবেন। শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান স্পৃহাই এই পর্যায়ে তাদের জ্ঞান গঠনে সহায়তা করবে। যেমন — ক. বিশ শতকে নারীরা কেন ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিল? খ. নারীদের যোগদান কী আন্দোলনে ভিন্ন অভিমুখ তৈরি করেছিল বলে তুমি মনে করো। গ. অনেক পুরুষ বিপ্লবী কেন বিপ্লবী আন্দোলনে নারীদের যুক্ত হওয়াকে প্রথমদিকে সমর্থন করেনি?
৩	ব্যাখ্যা করা (Explanation Phase)	এতক্ষণ ধরে যা জানল, সেগুলো ব্যাখ্যা করার সুযোগ শিক্ষার্থীরা এই পর্যায়ে পাবে। এই আলোচনা শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে বা শিক্ষিকা/শিক্ষক আর শিক্ষার্থীদের মধ্যেও চলতে পারে। এই আলোচনার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা তাদের ধারণাগুলি প্রকাশ করতে পারবে আর নতুন ধারণা গঠন করা শুরু করবে। যেমন — বিশ শতকের নারী আন্দোলন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে মজবুত করেছিল না এটি সম্পূর্ণ একটি স্বতন্ত্র ধারা ছিল? শিক্ষিকা/শিক্ষক এক্ষেত্রেও সহায়ক (facilitator)-এর ভূমিকা পালন করবেন।

ক্রম	পর্যায়	কী কী কাজ হতে পারে
৪	বিস্তৃত করা (Elaboration Phase)	এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা অন্যান্য হাতে-কলমে কাজের মধ্য দিয়ে যা জেনেছে, সেই ধারণাগুলিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে, অন্যান্য সম্পর্কিত ধারণাগুলির মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করার চেষ্টা করবে আর সমকালীন ইতিহাসে ঘটা নানা ঘটনার কার্য-কারণ নির্ভর ব্যাখ্যা দিতে তাদের অর্জিত ধারণাগুলিকে ব্যবহার করবে। যেমন — ক. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের লড়াইয়ে নারীরা ছিল অন্যতম প্রধান অংশ — ব্যাখ্যা করো। খ. বিশ শতকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে নারীদের আন্দোলন পুরুষদের আন্দোলনের থেকে আলাদা ছিল বলে তোমার মনে হয়? গ. নারীদের বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হওয়া থেকে বাধা দিয়ে অনেক পুরুষ বিপ্লবী উচিত কাজ করেছিলেন বলে তোমার মনে হয়?
৫	মূল্যায়ন (Evaluation Phase)	এই পর্যায়টি একটি চলমান (ongoing) পদ্ধতি। এই পর্যায়টি শিক্ষিকা/শিক্ষককে বুঝতে সাহায্য করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানগুলি সঠিক হয়েছে কি না। তবে এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা জরুরি যে, জ্ঞান গঠনের সবকটি পর্যায়েই কিন্তু মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের শিখনের মূল্যায়নে নানা ধরনের evaluation tool ব্যবহার করা যেতে পারে।

কীভাবে শিখবে (Learning Indicators)

(i) শিক্ষার্থীরা কোনো একটি ধারণা সম্বন্ধে নিজের ভাষায় বলতে পারে।

(ii) শিক্ষার্থীরা কোনো একটি ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারে।

(iii) শিক্ষার্থীরা কোনো একটি ধারণা সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক উদাহরণ উল্লেখ করতে পারে।

(iv) শিক্ষার্থীরা কোনো একটি ধারণা সংক্রান্ত আলোচনা চলাকালীন প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করতে পারে।

(v) শিক্ষার্থীরা পরিবেশ থেকে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ উল্লেখ করতে পারে।

(vi) শিক্ষার্থীরা কোনো একটি ধারণার যথাযথ বিশ্লেষণ করতে পারে।

(vii) শিক্ষার্থীরা অর্জিত জ্ঞানের যথোপযুক্ত প্রয়োগ করতে পারে।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : প্রস্তাবনা ও প্রয়োগ কৌশল কাঠামো

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন: প্রয়োগবিধির নির্দেশিকা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের বিশেষজ্ঞ কমিটির সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পর্ষদের অনুমোদনপ্রাপ্ত সমস্ত বিদ্যালয়ে জানুয়ারি ২০১৫ থেকে অনুসরণের জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী মূল্যায়ন পদ্ধতির রূপরেখা বিষয়ক একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল। বিশেষজ্ঞ কমিটির বিস্তারিত সুপারিশের ভিত্তিতে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষে দশম শ্রেণির প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক বর্তমান নির্দেশিকাটি প্রকাশিত হলো :

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ছয় ধরনের পদ্ধতি অনুসৃত হবে—১. সমীক্ষা (Survey), ২. প্রকৃতি পাঠ (Nature Study),৩. ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study), ৪. সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing), ৫. মডেল নির্মাণ (Model Making), ৬. পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Text-book Evaluation)।

দশম শ্রেণির পাঠ্য সাতটি বিষয়েই অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপরে প্রদত্ত পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটি শিক্ষাবর্ষে যে-কোনো তিনটি নির্বাচন করতে হবে। প্রতিটি পর্যায়ের জন্য একটি করে পদ্ধতি অনুসৃত হবে। এইভাবে শিক্ষাবর্ষে মোট তিনটি পদ্ধতির চর্চা চলবে। প্রতিটি বিষয়ের এক বা একাধিক শিক্ষিকা/শিক্ষক তাঁদের স্বাধীন চিন্তাভাবনা অনুসারে পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই ছয়টির মধ্য থেকে যে-কোনো তিনটি নির্বাচন করতে পারবেন। কোনো একটি শ্রেণিতে একটি পদ্ধতিকে একবারই ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ একটি শিক্ষাবর্ষে একজন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রতিটি পর্যায়ে আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন হবে।

১. অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের কাজটি সার্থক শিখনের উদ্দেশ্যে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় আবশ্যিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

২. প্রতিটি পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের আগের পর্বে শ্রেণিকক্ষের অভ্যন্তরীণ পরিসরে চাপমুক্ত ও শিক্ষার্থীর বিবেচনাশক্তির প্রসার ও জ্ঞানের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির অনুকূল হবে।

৩. মূল্যায়নের পদ্ধতি শ্রেণিশিক্ষার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকবে এবং শিক্ষার্থীর বিবেচনাশক্তির প্রসার ও জ্ঞানের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধির অনুকূল হবে।

৪. অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের প্রক্রিয়া চলাকালীন সৃজনশীল শিক্ষণ এবং নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন প্রত্যাশিত, মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিকল্পনার সময় শিক্ষার্থীদের বিচিত্র ও বিভিন্ন চাহিদা ও দক্ষতার প্রতি নজর রাখা জরুরি। সমস্ত শিক্ষার্থী যাতে আবশ্যিকভাবে অংশগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকে যেন লাভবান হয় সেদিকে বিদ্যালয়ের তরফ থেকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

৫. প্রতিটি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষিকা/শিক্ষক শিক্ষার্থী-বান্ধব পদ্ধতিতে এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সমীক্ষা, প্রকৃতিপাঠ, ক্ষেত্র বিশ্লেষণ, সৃষ্টিশীল রচনা, মডেল নির্মাণ এবং পাঠ্যপুস্তক ও শিখন-সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়নের ছয়টি ক্ষেত্রে হাতেকলমে কাজের প্রকৃতি ও কাঠিন্যমাত্রা নির্ধারণ করবেন এবং সেই অনুযায়ী অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের পদ্ধতিও নিরূপণ করবেন। বিভিন্ন বিষয়ের অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের উপযোগী কিছু কিছু নমুনা অনুশীলনী এখানে দিয়ে দেওয়া হলো।

৬. আশা করা যায় মূল্যায়নের সময় শিক্ষার্থী কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনী পদ্ধতিটিই প্রাধান্য পাবে। পরিণামী সিদ্ধান্তটি নয়, বরং শিক্ষার্থী'র চিন্তা প্রক্রিয়াটি মূল্যায়নের আওতায় আসা বাঞ্ছনীয়।

৭. অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য শ্রেণিকক্ষে সম্পাদিত যাবতীয় কাজের লিখিত নথি, যা শ্রেণি-শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত ও মূল্যায়িত এবং অভিভাবক কর্তৃক প্রত্যয়িত হতে হবে, নবম শ্রেণি সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রতি ছাত্রকে তা সংরক্ষণ করতে হবে এবং যে-কোনো ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে বিদ্যালয়ে জমা দিতে হবে।

৮. অন্তর্বর্তী মূল্যায়নের জন্য পরিকল্পিত উদ্ভাবনী শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় একজন ছাত্র/ছাত্রী নিম্নলিখিত উপায়ে তার দক্ষতাগুলি প্রকাশের সুযোগ পাবে :

- একটি বিষয়/ঘটনা/পরিস্থিতি/ছবিকে নিজের ভাষায় বর্ণনা।
- পরবর্তী অনুসন্ধান— একটি বিষয়/ঘটনা/পরিস্থিতি/ছবিকে ভিত্তি করে নতুন উদাহরণ, বিকল্প ব্যাখ্যা, নির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক নতুন শব্দসম্ভার উদ্ভাবন ও প্রয়োগ।
- নির্দিষ্ট বিষয়ানুগ উদ্ভাবনী মতামত ও সুপারিশ প্রদান।
- বিভিন্ন সূত্র, ধারণা, কথোপকথন প্রভৃতির সম্প্রসারণ।
- নির্দিষ্ট বিষয়ের নিরিখে কোনো ধারণার উপস্থাপন অথবা সমস্যা সমাধানে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় সুপারিশ।
- নির্দিষ্ট বিষয়ের নিরিখে বিভিন্ন বিষয়/ঘটনা/পরিবেশ/পরিস্থিতি -অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অনুমান ও উত্তর অনুসন্ধান।
- শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র ও মৌলিক সৃষ্টিশীলতার প্রতি সর্বদা সতর্ক নজর রাখতে হবে।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের পদ্ধতি-সম্পর্কিত প্রাথমিক আলোচনা

১. সমীক্ষা (Survey) :

কোনো একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা পূর্ব-নির্দেশিত অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে যখন তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং সেই সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের ফলে তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত অর্জনে সাহায্য করে, আমরা সেই প্রক্রিয়াটিকেই সমীক্ষা বলে থাকি (ডেভিন কোয়ালজিক, ২০১৩)। অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমীক্ষার প্রক্রিয়াটি বিষয়-কেন্দ্রিক, সুতরাং তা সুনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রত্যাশিত শিখন সামর্থ্যের প্রতিফলন ঘটায়। শিক্ষিকা/শিক্ষকের সচেতন তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা সংগৃহীত তথ্য এবং বিশ্লেষণের নিরিখে শিখন-সহায়ক ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে সমর্থ হয়।

২. ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study) :

কোনো একটি ঘটনা/গল্প বা পরিপ্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে ক্ষেত্রবিশ্লেষণ প্রক্রিয়াটিকে গড়ে তোলা হয়। সাধারণত এই ঘটনা/গল্প বা পরিপ্রেক্ষিত শিক্ষার্থীদের সামনে একটি বাস্তবগ্রাহ্য, জটিল এবং দ্বন্দ্বময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এই ঘটনাক্রমের মধ্যে নিহিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বা সমস্যাটিকে শিক্ষার্থীরা তাঁদের অর্জিত সামর্থ্য প্রয়োগ করে বিশ্লেষণ বা সমাধানে তৎপর হয়। এর ফলে নির্দিষ্ট বিষয় বা পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যেমন গভীরভাবে ভাবতে শেখে, ঠিক তেমনই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি সামগ্রিক ধারণা অর্জন করে। এই ক্ষেত্রে কোনো একটি শিখন-একক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা তলিয়ে ভাবার গুরুত্বকে যেমন উপলব্ধি করে, তেমনই একইভাবে বিষয় নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতটির অবস্থা-পরিস্থিতি বা মূল্যবোধের যথার্থকে অনুধাবন করতে অনুপ্রাণিত হয়।

৩. প্রকৃতিপাঠ (Nature Study) :

প্রকৃতিপাঠকে একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ভাবলে বলা যায়, কোনো কিছুকে আমরা যেভাবে দেখি এবং সেই দেখার নিরিখে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সম্পর্কে যে যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হই, প্রকৃতিপাঠ সেই পদ্ধতিটিরই নির্যাস (হাইড বেইলি, ১৯০৪)। শিখনের অঙ্গ হিসেবে চারপাশের গাছপালা, পশু-পাখি এবং মানুষের কার্যকলাপ খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করার দক্ষতা প্রকৃতিপাঠের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাই প্রকৃতিপাঠের মাধ্যমে যুক্তি-নির্ভর ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতা, অনুভূতি এবং নিজের পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে সচেতনতার সার্থক সমন্বয় ঘটে।

৪. মডেল নির্মাণ (Model Making) :

মডেল হলো একটি কাঠামো বা নমুনা বা খসড়া (যা বস্তুর প্রকৃত আকারের থেকে ছোটো বা বড়ো হতে পারে)। আবার সত্যিকারের বাস্তব জিনিস ছাড়াও মডেল একটি সম্পূর্ণ মানস-পরিকল্পিত গঠনও হতে পারে (ম্যুলার সায়েন্স, ১৯৭১)। মানব মনের কোনো ধারণা বা কাল্পনিক চিন্তার যুক্তিসিদ্ধ প্রকাশ ঘটে মডেল নির্মাণের মাধ্যমে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে কাজের মাধ্যমে কোনো বিমূর্ত ধারণা বা চিন্তাকে বাস্তবগ্রাহ্য মূর্তরূপ দিতে শেখে। কোনো বিমূর্ত ধারণার দ্বি-মাত্রিক বা ত্রি-মাত্রিক রূপ মডেলের সাহায্যে প্রকাশিত হয়। মডেল নির্মাণের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যেমন সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সৃষ্টিশীল চিন্তা ভাবনা গড়ে ওঠার সুযোগ থাকে, তেমনই একইসঙ্গে সমস্যা সমাধানে দক্ষতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্যও অর্জিত হয়।

৫. সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing) :

সৃষ্টিশীল রচনার মাধ্যমে সৃষ্টিশীল চিন্তা এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অর্থপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। এক্ষেত্রে বিষয় কেন্দ্রিক বিভিন্ন শিখন সামর্থ্য অর্জনের প্রক্রিয়া হিসেবে, সৃষ্টিশীল রচনা নামক পদ্ধতিটির প্রয়োগ ঘটবে। শিক্ষার্থীদের সৃষ্টিশীল চিন্তা এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহারিক চর্চা তাঁর বহুমুখী শিখন-পরিকল্পনাকে যথার্থ রূপ দেয়। শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির লিখিত প্রকাশে যখন কোনো বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পরিস্ফুট হয়, তখন সে শিক্ষিকা/শিক্ষকের সহায়তায় সেই সংশ্লিষ্ট বিষয়টির নান্দনিক মূল্যকে মূল্যায়নের সামর্থ্য অর্জন করে।

৬. পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Textbook Evaluation) :

এই শিখন প্রক্রিয়াটি জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত। শিখনের মূল উদ্দেশ্য যে নীতিকে অবলম্বন করে সার্থকতা লাভ করে, পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন প্রক্রিয়াটিতেও তার প্রতিফলন ঘটে। শ্রেণিশিখনের যথাযথ আদানপ্রদান এবং সার্বিক অংশগ্রহণও এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিবেচ্য। তাই অর্জিত শিখন সামর্থ্যের চর্চা কিংবা প্রতিফলনেই এটি সীমাবদ্ধ থাকে না, শিখন-দক্ষতাকে নানান ভাব ও রূপে কাজে লাগানোর এবং প্রকাশ করার সামর্থ্যেরও মূল্যায়ন ঘটে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী বহুমাত্রিক শিখন-পরিকল্পনা গ্রহণে দক্ষ হয়ে ওঠে—যেমন সে একাধিক পাঠ্যবিষয়ের তাৎপর্যবাহী অংশটি আবিষ্কার করতে শেখে, ঠিক তেমন অতিরিক্ত বা তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশকে পরিহার করতে প্রয়াসী হয়। ফলস্বরূপ সে একাধিক পাঠের অন্যান্য তথ্য-তত্ত্বের বেড়াজাল ডিঙিয়ে, সংশ্লিষ্ট পাঠটির কেন্দ্রীয় ভাবনা বা ধারণাটির মর্মোদ্ধার করতে সমর্থ হয়।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিসমূহ ও প্রয়োগকৌশল

পাঠক্রম কেন্দ্রিক ও শ্রেণিশিখন নির্ভর

পদ্ধতির নাম (Name of the Method)	পদ্ধতি বিষয়ক (About the Method)		প্রকরণ-প্রক্রিয়া (Process-Methodology)	নমুনা Example
	শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective)	কাম্য শিখন সামর্থ্য (Expected Learning Outcome)	শ্রেণিশিখনের জন্য নির্ধারিত প্রক্রিয়া (Methodology)	বিষয়ভিত্তিক নমুনা (Subject-specific Example)
১. সমীক্ষা (Survey)	● নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের নিরিখে পরিচিত এবং অপরিচিত উপাদানের তথ্য সংগ্রহ। ● কাজের পর্যায়ক্রম নির্ধারণ ও অনুসরণ করা। ● সংগৃহীত তথ্যের একত্রীকরণ ● একত্রিত তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা। ● সিদ্ধান্ত নথিবদ্ধকরণ এবং মূল্যায়ন।	● তথ্যসংগ্রহ। সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ্য অর্জন।	● শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত দেওয়া হবে। সেই প্রেক্ষিতের নিরিখে শিক্ষার্থীরা দলগত/এককভাবে তথ্যসংগ্রহ করবে। সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ -মূল্যায়ন সম্বলিত নথি শিক্ষিকা/শিক্ষকের কাছে জমা দেবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
২. প্রকৃতিপাঠ (Nature Study)	● চারপাশের পরিবেশ (গাছপালা, পশু-পাখি এবং মানুষের কার্যকলাপ সম্বলিত বিভিন্ন ঘটনা) পর্যবেক্ষণ। ● পঞ্জিকরণ। ● পঞ্জিকৃত তথ্যের অনুধাবন।	● পর্যবেক্ষণ এবং সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।	● শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট বিষয় দেওয়া হবে। তারা সেই বিষয়ের খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণ করে দলগত/এককভাবে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে। শিক্ষিকা/শিক্ষকের কাছে তা জমা দেবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।

পদ্ধতির নাম (Name of the Method)	পদ্ধতি বিষয়ক (About the Method)		প্রকরণ-প্রক্রিয়া (Process-Methodology)	নমুনা Example
	শিখন উদ্দেশ্য (Learning Objective)	প্রত্যাশিত শিখন সামর্থ্য (Expected Learning Outcome)	শ্রেণিশিখনের জন্য নির্ধারিত প্রক্রিয়া (Methodology)	বিষয়ভিত্তিক নমুনা (Subject-specific Example)
৩. ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study)	● নির্দিষ্ট ঘটনার নিরিখে সমস্যা বা বিচার্য বিষয় উপলব্ধি। ● সমাধানের সম্ভাব্য উপায়গুলি নির্ধারণ। ● পরিস্থিতির বিচারে সবচেয়ে উপযুক্ত সমাধানটি নিরূপণ।	● দলগত / এককভাবে সমস্যা বা বিচার্য বিষয় বিশ্লেষণ। ● সমাধান নির্ণয়। ● সমাধানসূত্র আদান-প্রদানের সামর্থ্য অর্জন।	● প্রদত্ত অবস্থা / ঘটনা / প্রেক্ষিত / পরিস্থিতি-র ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা দলগত / এককভাবে সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
৪. সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing)	● সৃষ্টিশীল ভাবনার পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও লিখিত মৌলিক প্রকাশ।	● কোনো নির্দিষ্ট ঘটনায় / বিষয়ে শিক্ষার্থী তার মৌলিক ধারণা ও ভাবনার সৃজনশীল প্রকাশ / বর্ণনা করার সামর্থ্য অর্জন করবে।	● শিক্ষার্থীরা কাল্পনিক সংলাপ, অনুচ্ছেদ, আখ্যান ইত্যাদি রচনা করবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
৫. মডেল নির্মাণ (Model Making)	● বিমূর্ত ভাবনা বা ধারণাকে মূর্ত করা। ● সৃজনশীল এবং পরীক্ষামূলক কাজের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বিষয়কে বিশদে ব্যাখ্যা করা।	● উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত সহযোগে কোনো নির্দিষ্ট ধারণাকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার সক্ষমতা।	● শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন রকমের মডেল, কাঠামো, চার্ট, সময়-সারণি (দ্বি-মাত্রিক / ত্রি-মাত্রিক) প্রভৃতি করবে।	● বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক উদাহরণের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।
৬. পাঠ্য পুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Text-book Evalution)	● কোনো নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতের নিরিখের প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি চিহ্নিতকরণ এবং তার কার্যকর ব্যবহার। ● কোনো ঘটনার মর্মার্থ অনুধাবন করে, সেই অনুসারে কাজ করা।	● সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো ঘটনাকে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা অর্জন। ● প্রদত্ত প্রেক্ষিতের সাপেক্ষে কার্যকর ভূমিকা পালনের দক্ষতা অর্জন	● শিক্ষার্থীরা প্রদত্ত পাঠ-সম্ভারের ভিত্তিতে নির্মিত প্রশ্নাবলির (প্রায়োগিক সিদ্ধান্তমূলক ও মূল্যবোধ-সম্পর্কিত) উত্তর অনুসন্ধান করবে।	● বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক উদাহরণের নির্দিষ্ট বিষয়ের সংযোজিত অংশ দেখুন।

অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : নমুনা ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা

১. সমীক্ষা (Survey)

আজকের দিনে ইতিহাসচর্চার বৈচিত্র্যগুলির বিষয়ে তোমরা জেনেছ। ইতিহাসচর্চার সেই বিচিত্র দিকগুলির থেকে কোনো দুটি বেছে নাও। যেমন ধরো : খেলার ইতিহাস ও পোশাকের ইতিহাস। এবারে তোমার বেছে নেওয়া সেই দুটি বিষয়ের ভিত্তিতে তোমার স্থানীয় অঞ্চলের নিরিখে সংক্ষেপে সে-দুটির ইতিহাস লেখো।

- ইতিহাসচর্চার রকমফের তুলনামূলক পর্যালোচনা (বরাদ্দ সময় : ৩০ মিনিট)।
- গোড়াতেই শিক্ষিকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। ইতিহাসচর্চার নানা দিক ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত বোধগম্যতা এবং দক্ষতা ও মূল্যায়ন

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীরা ইতিহাসচর্চার বহুমুখী ও বিচিত্র দিকগুলি বুঝতে পারছে কি না, সেটি মূল্যায়ন করাই উদ্দেশ্য। কেন, কীভাবে বিভিন্ন রকম ইতিহাসচর্চার পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু বিবর্তিত হয়, সেটি বিশ্লেষণ করার উপরেও জোর পড়া দরকার। শিক্ষার্থীরা যে স্থান-কালের ইতিহাস চর্চা করছে, তার বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করবে এই জাতীয় কাজ। পাশাপাশি, তার নিজস্ব অঞ্চলের বিভিন্ন দিকের ঐতিহাসিক বিবর্তন কীভাবে ঘটেছে, সেটা বোঝার উপরে জোর পড়বে এই জাতীয় কাজে।
- এইসব বোধগম্যতার নিরিখেই শিক্ষিকা/শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

২. প্রকৃতি পাঠ (Nature Study)

ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন পরিবেশ ও বন-নির্ভর জনজীবনের উপর কীরকম প্রভাব ফেলেছিল, সেটা একটা চার্টের মাধ্যমে দেখাও। প্রকৃতি ধ্বংস না-করে জনজীবনের উন্নয়ন কীভাবে হতে পারে, সে-বিষয়ে তুমি কয়েকটি প্রস্তাব দাও।

- জনজীবন ও পরিবেশের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ও তার নিরিখে ইতিহাসের বিবর্তন বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা (বরাদ্দ সময় : ৩০ মিনিট)।
- গোড়াতেই শিক্ষিকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। ইতিহাসচর্চার সঙ্গে পরিবেশ তথা ভূগোলচর্চার গুরুত্ব ও পরিবেশ ইতিহাসচর্চা (environmental history) সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত বোধগম্যতা এবং দক্ষতা ও মূল্যায়ন :

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনায় পরিবেশ ও মানুষ তথা

সমাজ-শাসনকাঠামো তথা ইতিহাসের পরস্পর-নির্ভরতার প্রসঙ্গ ও সে বিষয়ে নানা উদাহরণ উঠে আসা জরুরি। মানুষের নানা কাজে ইতিহাসের নানা পর্যায়ে কীভাবে পরিবেশ প্রভাবিত হয়েছে, পরিবেশের সংকট কীভাবে ইতিহাসের সংকট তৈরি করছে—সেসব প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করার উপরে জোর পড়া দরকার। শিক্ষার্থীরা যে স্থান-কালের ইতিহাস চর্চা করছে, তার পরিবেশ বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে তাদের সাহায্য করবে এই জাতীয় কাজ। ঔপনিবেশিক আমল থেকে ভারতে পরিবেশ ও ঔপনিবেশিক শাসনের সম্পর্ক কীভাবে বিবর্তিত হয়েছে, সেটা বোঝার উপরে জোর পড়বে এই জাতীয় কাজে।

- এইসব বোধগম্যতার নিরিখেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষক।

৩. ক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Case Study)

ধরো, তোমার স্থানীয় অঞ্চলে বুনিয়াদি স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাকাঠামোর আরও উন্নতি করতে হলে কী কী করা দরকার সে বিষয়ে তোমার বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে একটি সমীক্ষা করা হচ্ছে। সেই সমীক্ষা চালানোর জন্য কী কী প্রশ্ন করা যেতে পারে সেগুলি যুক্ত করে একটি সমীক্ষাপত্র বানাও।

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি, জনজীবন ও সামাজিক পরিবেশে তার প্রভাব বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা (বরাদ্দ সময় : ৩০ মিনিট)।

- গোড়াতেই শিক্ষিকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। ইতিহাসচর্চার উপাদান ও পদ্ধতি হিসেবে বিষয় সমীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত বোধ্যগম্যতা এবং দক্ষতা ও মূল্যায়ন :

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনায় সামাজিক পরিবেশ ও মানুষ তথা সমাজের প্রেক্ষিতে শিক্ষাকাঠামোর উন্নয়নের প্রসঙ্গ ও সে বিষয়ে নানা উদাহরণ উঠে আসা জরুরি। সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের মানোন্নয়নের প্রতি সার্বিক ও পারস্পরিক দায়বদ্ধতার প্রসঙ্গ ও সেই লক্ষ্যে কাজ করার নানা উদ্যোগ-উদাহরণ বিশ্লেষণ করার উপরে জোর পড়বে। সেই নিরিখে ঔপনিবেশিক আমলে বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শিক্ষাসংস্কারের উদ্যোগের গুরুত্ব বোধগম্যতায় জোর পড়বে। শিক্ষার্থীর নিজস্ব সমাজ ও জনজীবন বিষয়ে তার ধারণার মূল্যায়ন ও তার বিকাশ বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করবে এই জাতীয় কাজ। পাশাপাশি, সমীক্ষাপত্র বানানোর মাধ্যমে উপযুক্ত প্রশ্ন বানাতে পারার দক্ষতা বিচারের উপরে জোর পড়বে এই জাতীয় কাজে।

- সেইসব বোধগম্যতা ও তার ছাপ সমীক্ষাপত্রের প্রশ্নাবলির মধ্যে পড়ছে কি না, তার নিরিখেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষক।

৪. সৃষ্টিশীল রচনা (Creative Writing)

ধরো, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে শিক্ষা সংস্কারের নানা উদ্যোগ নিয়ে চলেছেন। সেইসব অভিজ্ঞতার কথা তিনি ডায়েরিতে লিখে রাখেন। সেই ডায়েরির কোনো একটি সপ্তাহের বিবরণ কেমন হতে পারে, তা ডায়েরির আকারে লেখো।

- বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তির কাজ ও চিন্তায় তাঁর সময়ের সার্বিক প্রভাব বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং সেই অনুযায়ী মৌলিক সৃজনশীল রচনা (বরাদ্দ সময় : ৩০ মিনিট)।
- গোড়াতেই শিক্ষিকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। ইতিহাসচর্চার উপাদান হিসেবে বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সৃজনশীল উপাদানের (যেমন : ডায়েরি, চিঠি, আত্মজীবনী, বংশলতিকা প্রভৃতি) নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নের গুরুত্ব এবং সেসবের মাধ্যমে বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণনির্ভর ইতিহাসচর্চা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত বোধগম্যতা এবং দক্ষতা ও মূল্যায়ন :

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীদের দলগত আলোচনায় বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক ও সমাজকাঠামোর নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন উঠে আসা জরুরি। কীভাবে একজন ব্যক্তির কাজে তার ভূগোল, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, জীবনের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি ছাপ ফেলে, নৈর্ব্যক্তিকভাবে সেটি বিশ্লেষণ করার উপরে জোর পড়া দরকার। সেই নিরিখে ঐ ডায়েরিটি কেমন হতে পারে তার বোধগম্যতাই বিবেচ্য। পাশাপাশি, অন্যান্য বিভিন্ন ব্যক্তিদের (যেমন : সতীদাহের বিরোধিতায় রামমোহন রায়ের অভিজ্ঞতা, মৃতদেহ চিরে চিকিৎসাবিজ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে মধুসূদন গুপ্তের অভিজ্ঞতা প্রভৃতি) ক্ষেত্রে কীরকম বয়ান হতে পারে, সেটা ভাবতে পারার জন্য প্রয়োজনীয় বৌদ্ধিক দক্ষতার বিচারের উপর জোর পড়বে এই জাতীয় কাজে। (নবম শ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট প্রফেসর শঙ্কুর পাঠগুলি থেকে ডায়েরির কাঠামো বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা তৈরি হবে।)
- সেইসব বোধগম্যতার ছাপ সৃজনশীল রচনাটিতে পড়ছে কি না, তার নিরিখেই শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন শিক্ষিকা/শিক্ষক।

৫. মডেল তৈরি (Model Making)

উপনিবেশ-বিরোধী নারী ও ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত কয়েকজনের (কমপক্ষে ৫ জন) কার্যাবলির উল্লেখসহ তাদের নিয়ে একটি চার্ট তৈরি করো।

- পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্গত পাঠের তুলনামূলক পর্যালোচনা (বরাদ্দ সময় : ৩০ মিনিট)।
- গোড়াতেই শিক্ষিকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। কেবল জীবনীমূলক আলোচনা নয়, একজন ব্যক্তির আদর্শ ও সামগ্রিক আন্দোলনে তার

ভূমিকা কীভাবে ইতিহাসচর্চার বিষয় হতে পারে, তা বিশ্লেষণের নানা পদ্ধতি এবং তার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত বোধগম্যতা এবং দক্ষতা ও মূল্যায়ন :

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীরা ইতিহাসের বৃহত্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তির অবস্থান ও তার পারস্পরিক আদানপ্রদান প্রভৃতি বুঝতে পারছে কি না সেটিই মূল্যায়ন করা উদ্দেশ্য। তারা যে স্থানকালের ইতিহাস চর্চা করছে, তার বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করবে এই জাতীয় কাজ। অর্থনীতি-সমাজ-রাজনীতির প্রভাবে কীভাবে ব্যক্তিগত আদর্শ ও কার্যপদ্ধতির বদল ঘটে, সেটা বোঝার উপরে জোর পড়বে এই জাতীয় কাজে।
- এইসব বোধগম্যতার নিরিখেই শিক্ষিকা/শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

৬. পাঠ্যপুস্তক ও শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন (Open Textbook Evaluation)

নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

''সকলেই জানেন, আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার যখন প্রথম পত্তন হইয়াছিল তখন তাহার লক্ষ্য ছিল এই যে, ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যচালনের জন্য ইংরেজি জানা দেশি কর্মচারী গড়িয়া তোলা। অনেকদিন হইতেই সেই গড়নের কাজ চলিতেছে। যতকাল ছাত্রসংখ্যা অল্প ছিল ততকাল প্রয়োজনের সঙ্গে আয়োজনের সামঞ্জস্য ছিল; কাজেই সে দিক হইতে কোনো পক্ষে অসন্তোষের কোনো কারণ ঘটে নাই। যখন হইতে ছাত্রের পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে তখন হইতেই এই শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য অধিকাংশ ছাত্রেরই পক্ষে ব্যর্থ হইতেছে। যদি আমাদের দেশের শিক্ষায় ছাত্রদিগকে চাকরি ছাড়া অন্যান্য জীবিকার সংস্থানে পটু করিয়া তুলিত তাহা হইলে এই সম্বন্ধে নালিশের কথা থাকিত না। কিন্তু পটু না করিয়া সর্বপ্রকারে অপটুই করিতেছে, এ কথা আমরা নিজের প্রতি তাকাইলে বুঝিতে পারি।

এই তো গেল বাহিরের দিকের নালিশ। ভিতরের দিকের নালিশ এই যে, এত কাল ধরিয়া ইংরেজের স্কুলে পড়িতেছি, কিন্তু ছাত্রদশা তো কোনোমতেই ঘুচিল না। বিদ্যা বাহির হইতেই কেবল জমা করিলাম, ভিতর হইতে কিছু তো দিলাম না। কলসে কেবলই জল ভরিতে থাকিব, অথচ সে জল কোনোদিনই যথেষ্ট পরিমাণে দান-পানের উপযোগী ভরা হইবে না, এ যে বিষম বিপত্তি। ভয়ে ভয়ে ইংরেজের ডাক্তার ছাত্র পুঁথি মিলাইয়া ডাক্তারি করিয়া চলিল, কিন্তু শারীরবিদ্যায় বা চিকিৎসাশাস্ত্রে একটা-কোনো নূতন তত্ত্ব বা তথ্য যোগ করিল না। ইংরেজের এঞ্জিনিয়ার ছাত্র সতর্কতার সহিত পুঁথি মিলাইয়া এঞ্জিনিয়ারি করিয়া পেন্সন লইতেছে, কিন্তু যন্ত্রতত্ত্বে বা যন্ত্র-উদ্ভাবনায় মনে রাখিবার মতো কিছুই করিতেছে না। শিক্ষার এই শক্তিহীনতা আমরা স্পষ্টই বুঝিতেছি। আমাদের শিক্ষাকে আমাদের বাহন করিলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করিয়াই চলিলাম, ইহারই পরম দুঃখ গোচরে অগোচরে আমাদের মনের মধ্যে জমিয়া উঠিতেছে।''

— 'অসন্তোষের কারণ', শান্তিনিকেতন পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১। কেন ঔপনিবেশিক ''শিক্ষাব্যবস্থার একটা প্রধান উদ্দেশ্য অধিকাংশ ছাত্রেরই পক্ষে ব্যর্থ'' হয়ে পড়েছে বলে তোমার মনে হয়? সেই ব্যর্থতা থেকে বেরোনোর উপায় কী হতে পারে বলে তুমি মনে করো?

২। ''বিদ্যা বাহির হইতেই কেবল জমা করিলাম, ভিতর হইতে কিছু তো দিলাম না'' বলতে কী বোঝাতে চাওয়া হয়েছে? ভেতর থেকে না দিতে পারার কারণ কী ছিল বলে তোমার মনে হয়?

৩। শিক্ষাকে 'বহন' করে চলার সমস্যাগুলো কীভাবে তোমার চোখে পড়ছে? ''শিক্ষাকে আমাদের বাহন'' করে তুলতে হলে কী কী করা দরকার বলে তোমার মনে হয়?

- পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিভিন্ন ধারণার (concepts and ideas) সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ পাঠ্যের তুলনামূলক পর্যালোচনা (বরাদ্দ সময় : ৩০ মিনিট)।

- গোড়াতেই শিক্ষিকা/শিক্ষক এই জাতীয় কাজের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে ও দলগতভাবে আলোচনা করে বুঝে নেওয়ায় উৎসাহ দেবেন এবং সেই আলোচনায় সূত্রধর হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত নানা ধারণার নিরিখে এই জাতীয় পাঠ্য (text) বিশ্লেষণ করার গুরুত্ব সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ওয়াকিবহাল করা দরকার।

কাঙ্ক্ষিত বোধগম্যতা এবং দক্ষতা ও মূল্যায়ন :

- এই জাতীয় কাজের সময়ে শিক্ষার্থীরা পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে লব্ধ ধারণাসমূহের সম্বন্ধ নির্ধারণ করতে পারছে কি না, সেটিই মূল্যায়ন করা উদ্দেশ্য। প্রশ্নের উত্তর তৈরি করার মাধ্যমে আহৃত ধারণা বিশ্লেষণ করার উপরে জোর পড়া দরকার। তারা যেসব ধারণার (concepts and ideas) অনুশীলন করছে, তার বিষয়ে সম্যক ওয়াকিবহাল হতে সাহায্য করবে এই জাতীয় কাজ। পাঠ্য বিষয় আরও গভীরে বোঝার ও বিশ্লেষণ করতে পারার (critical thinking and critical analysis) উপরে জোর পড়বে এই জাতীয় কাজে।

- এইসব বোধগম্যতার নিরিখেই শিক্ষিকা/শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

বি.দ্র.: পাঠ সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন-এর সময়ে পাঠ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখা দরকার যে, ঐ পাঠ্যটি জাতি, বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণি, লিঙ্গ এবং আঞ্চলিক/অর্থনৈতিক/সংস্কৃতিগত বৈষম্যমুক্ত হতে হবে। ঐ পাঠ্যটি থেকে কোনো একপেশে ও ভ্রান্তিজনক ধারণা (biased ideas and opinions) নির্মাণের সম্ভাবনা যাতে না থাকে, সে বিষয়েও যত্ন নেওয়া আবশ্যক। মূলত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, ছবি, সিনেমা, তথ্যচিত্র, সমকালীন সংবাদপত্র প্রতিবেদন, তথ্যরাশি (dataset) প্রভৃতি সমকালীন কোনো রচনা (contemporary text) ও/কিংবা পাঠ্যসূচির অন্তর্গত ধারণাসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং মান্য গবেষণাসিদ্ধ ঐতিহাসিকের রচনা থেকে পাঠ্য নির্বাচন করাই কাম্য।

মূল্যায়ন নির্দেশিকা

(প্রতিটি পদ্ধতির জন্য পূর্ণমান ১০। নীচে পূর্ণমানের বিভাজন দেখানো হলো।)

১) সমীক্ষা			
প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ও ক্রম অনুযায়ী একত্রীকরণ	বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা	সিদ্ধান্ত ও মূল্যায়নের উপস্থাপনা	অর্জিত সামর্থ্যের পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক ব্যবহারের সক্ষমতা
২	২	২	৪
২) প্রকৃতি পাঠ			
পর্যবেক্ষণ	পঞ্জীকরণ	অন্তর্বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় ও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উপস্থাপনা	অর্জিত সামর্থ্যের পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক ব্যবহারের সক্ষমতা
২	২	২	৪
৩) ক্ষেত্র বিশ্লেষণ			
সমস্যা ও বিচার্য বিষয়ের উপলব্ধি	সম্ভাব্য সমাধান সূত্র নির্ণয়	পরিস্থিতির বিচারে শ্রেষ্ঠ সমাধানের নির্দিষ্টকরণ	অর্জিত সামর্থ্যের পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক ব্যবহারের সক্ষমতা
২	২	২	৪
৪) সৃষ্টিশীল রচনা			
ভাবনার প্রকাশ ক্ষমতা	পরিমার্জন ও পরিবর্ধন	লেখার মৌলিকতা	অর্জিত সামর্থ্যের পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক ব্যবহারের সক্ষমতা
২	২	২	৪
৫) মডেল নির্মাণ			
বিমূর্ত ভাবনাকে মূর্ত করার ক্ষমতা	সৃজনশীলতা ও পরীক্ষামূলক কাজে আগ্রহ	ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন	অর্জিত সামর্থ্যের পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক ব্যবহারের সক্ষমতা
২	২	২	৪
৬) শিখন সামগ্রীর সহায়তায় মূল্যায়ন			
প্রাসঙ্গিক তথ্যের চিহ্নিতকরণ বিশ্লেষণ	প্রদত্ত তথ্যের অন্তর্বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়	তথ্যের কার্যকর ব্যবহার সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে উপস্থাপনা	অর্জিত সামর্থ্যের পাঠ্যবিষয় কেন্দ্রিক ব্যবহারের সক্ষমতা
২	২	২	৪

পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : অধ্যায় বিভাজন, প্রশ্ন কাঠামো ও মানবিন্যাস

পাঠ্যসূচি :

অধ্যায় - ১ : ইতিহাসের ধারণা

অধ্যায় - ২ : সংস্কার : বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন

অধ্যায় - ৩ : প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ

অধ্যায় - ৪ : সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা

অধ্যায় - ৫ : বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ (উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত): বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

অধ্যায় - ৬ : বিশ শতকের ভারতে কৃষক, শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

অধ্যায় - ৭ : বিশ শতকের ভারতে নারী, ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন: বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ

অধ্যায় - ৮ : উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারত: বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৭-১৯৬৪)

- **প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : পূর্ণমান - ৪০ মূল্যায়নের মাস : এপ্রিল**

  অন্তর্বর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : পূর্ণমান - ১০

  অধ্যায় - ১ : ইতিহাসের ধারণা

  অধ্যায় - ২ : সংস্কার : বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন

  অধ্যায় - ৩ : প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ

- **দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : পূর্ণমান - ৪০ মূল্যায়নের মাস : আগস্ট**

  অন্তবর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : পূর্ণমান - ১০

  অধ্যায় - ৪ : সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা

  অধ্যায় - ৫ : বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ (উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বিশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত): বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

  অধ্যায় - ৬ : বিশ শতকের ভারতে কৃষক, শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন: বৈশিষ্ট্য ও পর্যালোচনা

- **তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন : পূর্ণমান - ৯০ মূল্যায়নের মাস : ডিসেম্বর**

  অন্তবর্তী প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন : পূর্ণমান - ১০

  অধ্যায় - ৭ : বিশ শতকের ভারতে নারী, ছাত্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আন্দোলন: বৈশিষ্ট্য ও বিশ্লেষণ

  অধ্যায় - ৮ : উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারত: বিশ শতকের দ্বিতীয় পর্ব (১৯৪৭-১৯৬৪)

বিশেষ দ্রষ্টব্য : তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অধ্যায়গুলির সঙ্গে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের অন্তর্ভুক্ত ৬টি অধ্যায়ও থাকবে।

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন

পূর্ণমান : ৪০

ক্রমিক নং	অধ্যায়	বিভাগ- ক	বিভাগ- খ	বিভাগ- গ	বিভাগ- ঘ	বিভাগ- ঙ	
		বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ১	অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ১	সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ২	বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪	ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন প্রশ্নমান ৮	
১.	ইতিহাসের ধারণা	১× ২	১× ২	২× ১	প্রতিটি অধ্যায় থেকে ১টি করে প্রশ্ন দেওয়া হবে। যেকোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।	প্রতিটি অধ্যায় থেকে ১টি করে প্রশ্ন দেওয়া হবে। যেকোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।	
২.	সংস্কার : বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন	১× ৪	১× ২	২× ২			
৩.	প্রতিরোধ ও বিদ্রোহ	১× ৪	১× ২	২× ২			
প্রদত্ত প্রশ্ন সংখ্যা		১০	৬	৫	৩	৩	২৭
উত্তরদানযোগ্য প্রশ্ন সংখ্যা		১০	৬	৪	২	১	২৩
পূর্ণমান		১ × ১০ = ১০	১ × ৬ = ৬	২ × ৪ = ৮	৪ × ২ = ৮	৮× ১ = ৮	৪০

দ্রষ্টব্য :

বিভাগ- ক : বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনে চারটি করে বিকল্প দিতে হবে।

বিভাগ- খ : এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নের ধরনগুলি হলো : অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (একটি সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিতে হবে), সত্য-মিথ্যা এবং বিবৃতি-ব্যাখ্যা— তিনটি ধরণ থেকে দুটি করে প্রশ্ন দেওয়া হবে (৩×২= ৬)।

বিভাগ- গ : সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন। দুই বা তিনটি বাক্যে ধারণা নির্ভর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বিভাগ- ঘ : সাত বা আটটি বাক্যে বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বিভাগ- ঙ : ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন। পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্নমানের বিভাজন হবে ৩ + ৫, ৫ + ৩, ৮—এই তিন প্রকারের।

দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন **পূর্ণমান : ৪০**

ক্রমিক নং	অধ্যায়	বিভাগ- ক	বিভাগ- খ	বিভাগ- গ	বিভাগ- ঘ	বিভাগ- ঙ	
		বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ১	অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ১	সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ২	বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪	ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন প্রশ্নমান ৮	
৪.	সংঘবদ্ধতার গোড়ার কথা	১× ৩	১× ২	২× ১	প্রতিটি অধ্যায় থেকে ১টি করে প্রশ্ন দেওয়া হবে। যেকোনো ২টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।	প্রতিটি অধ্যায় থেকে ১টি করে প্রশ্ন দেওয়া হবে। যেকোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে।	
৫.	বিকল্প চিন্তা ও উদ্যোগ	১× ৪	১× ২	২× ২			
৬.	বিশ শতকের ভারতে কৃষক, শ্রমিক ও বামপন্থী আন্দোলন	১× ৩	১× ২	২× ২			
প্রদত্ত প্রশ্ন সংখ্যা		১০	৬	৫	৩	৩	২৭
উত্তরদানযোগ্য প্রশ্ন সংখ্যা		১০	৬	৪	২	১	২৩
পূর্ণমান		১ × ১০ = ১০	১ × ৬ = ৬	২ × ৪ = ৮	৪ × ২ = ৮	৮× ১ = ৮	৪০

দ্রষ্টব্য :

বিভাগ- ক : বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনে চারটি করে বিকল্প দিতে হবে।

বিভাগ- খ : এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নের ধরনগুলি হলো : স্তম্ভ মেলানো এবং মানচিত্রে স্থান চিহ্নিতকরণ**— এই ধরন দুটি থেকে তিনটি করে প্রশ্ন দেওয়া হবে (২ ×৩= ৬)

বিভাগ- গ : সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন। দুই বা তিনটি বাক্যে ধারণা নির্ভর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বিভাগ- ঘ : সাত বা আটটি বাক্যে বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বিভাগ- ঙ : ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন। পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্নমানের বিভাজন হবে ৩ + ৫, ৫ + ৩, ৮—এই তিন প্রকারের।

** দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিকল্প প্রশ্ন রূপে শূন্যস্থান পূরণ করো দিতে হবে।

তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন* **পূর্ণমান : ৯০**

অধ্যায়	বিভাগ - ক বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন প্রশ্নমান - ১	বিভাগ - খ অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্ন প্রশ্নমান - ১	বিভাগ - গ সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন প্রশ্নমান - ২	বিভাগ - ঘ বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্ন প্রশ্নমান - ৪	বিভাগ - ঙ ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন প্রশ্নমান - ৮
১	১ × ২	১ × ২	২ × ২	প্রথম অথবা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে ২টি প্রশ্ন	—
২	১ × ৩	১ × ৩	২ × ২		দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় অধ্যায় থেকে ১টি প্রশ্ন
৩	১ × ২	১ × ৩	২ × ২	তৃতীয় অথবা চতুর্থ অধ্যায় থেকে ২টি প্রশ্ন	
৪	১ × ৩	১ × ৩	২ × ২		চতুর্থ অথবা পঞ্চম অধ্যায় থেকে ১টি প্রশ্ন
৫	১ × ২	১ × ২	২ × ২	পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ অধ্যায় থেকে ২টি প্রশ্ন	
৬	১ × ৩	১ × ৩	২ × ২		ষষ্ঠ অথবা সপ্তম অধ্যায় থেকে ১টি প্রশ্ন
৭	১ × ৩	১ × ৩	২ × ২	সপ্তম অথবা অষ্টম অধ্যায় থেকে ২টি প্রশ্ন	
৮	১ × ২	১ × ১	২ × ২		—
প্রদত্ত প্রশ্ন সংখ্যা (৬৭)	২০	২০	১৬	৮	৩
উত্তরদানযোগ্য প্রশ্ন সংখ্যা (৫৪)	২০	১৬	১১	৬	১
পূর্ণমান (৯০)	১×২০=২০	১×১৬=১৬ এই বিভাগে প্রদত্ত ২০টি প্রশ্নের মধ্যে ১৬টি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে। প্রতেকটি ধরন থেকে উত্তর করা আবশ্যিক।	২×১১=২২ এই বিভাগে প্রদত্ত ১৬টি প্রশ্নের মধ্যে ১১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	৪×৬=২৪ এই বিভাগে প্রদত্ত ৪টি উপবিভাগের প্রত্যেকটি থেকে একটি করে প্রশ্ন অবশ্যই করতে হবে। এছাড়াও আরো দুটি প্রশ্ন যেকোনো উপবিভাগ থেকে করতে হবে। মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।	৮×১=৮ এই বিভাগে প্রদত্ত ৩টি প্রশ্নের মধ্যে যেকোনো ১টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

দ্রষ্টব্য :

বিভাগ- ক : বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনে চারটি করে বিকল্প দিতে হবে।

বিভাগ- খ : এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রশ্নের ধরনগুলি হলো : অতিসংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন (একটি সম্পূর্ণ বাক্যে উত্তর দিতে হবে), সত্য-মিথ্যা, বিবৃতি-ব্যাখ্যা, স্তম্ভ মেলানো এবং মানচিত্রে স্থান চিহ্নিতকরণ** — এই প্রত্যেকটি ধরন থেকে চারটি করে প্রশ্ন দেওয়া হবে।

বিভাগ- গ : সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন। দুই বা তিনটি বাক্যে ধারণা নির্ভর প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বিভাগ- ঘ : সাত বা আটটি বাক্যে বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

বিভাগ- ঙ : ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন। পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এক্ষেত্রে ৮ নম্বরের প্রশ্ন তিনটি ৩ + ৫, ৫ + ৩ এবং ৮—এই তিন প্রকার হবে।

* এই প্রশ্ন কাঠামো মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্দেশক।

** দৃষ্টিহীন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বিকল্প প্রশ্ন রূপে শূন্যস্থান পূরণ করো দিতে হবে।

পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের প্রশ্নের ধরন : আলোচনা

বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় যেসব বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক

- **বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্ন**

বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নের মূলত দুটি অংশ — স্টেম (stem) এবং বিকল্প (options)। বিকল্পগুলির মধ্যে একটি হবে ঠিক এবং বাকিগুলি হবে ভুল। এক্ষেত্রে প্রতিটি প্রশ্নে ৪টি বিকল্প (options) থাকতে হবে। স্টেম তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা দরকার।

(১) স্টেমের মধ্যে যতটা সম্ভব তথ্য দিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়, যাতে বিকল্পগুলি যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারের হয়। প্রশ্নের মূল ভাবনাটি স্টেমের মধ্যেই দিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

(২) স্টেমের নির্দেশাবলির ভাষা যথাসম্ভব সহজ এবং পরিষ্কার হতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

(৩) স্টেমে শব্দ ব্যবহারের বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। স্টেমে ব্যবহৃত শব্দের সঙ্গে যেন শিক্ষার্থীদের পরিচিত শব্দভাণ্ডারের সাযুজ্য থাকে।

(৪) স্টেম তৈরির সময় নঞর্থক বাক্য ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

- **বিকল্প (option) দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরি।**

(১) প্রতিটি বহুবিকল্পভিত্তিক প্রশ্নে চারটি বিকল্প (option) দিতে হবে। ঠিক বিকল্পটি ছাড়া অন্য তিনটি বিকল্পকে distractor বলা হয়।

(২) বিকল্পগুলির মধ্যে যেন কেবল একটি ঠিক বিকল্প থাকে।

(৩) বিকল্পগুলি যেন প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র হয়। বিকল্পগুলির মধ্যে যেন কোনো রকম overlapping না থাকে।

(৪) চারটি বিকল্প অর্থাৎ একটি ঠিক উত্তর ও তিনটি distractor-এর মধ্যে যেন দৈর্ঘ্য, জটিলতা, ভাষার ব্যবহারে সাযুজ্য থাকে।

(৫) 'ওপরের সবকটি বিকল্প ঠিক' বা 'কোনো বিকল্পটিই ঠিক নয়' — এই ধরনের বাক্য বিকল্প হিসেবে ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

(৬) বিভিন্ন প্রশ্নের ঠিক বিকল্পটি যেন যথেচ্ছভাবে (at random) সাজানো থাকে। অর্থাৎ একটি প্রশ্নে যদি (ক) বিকল্পটি ঠিক হয় তবে পরের প্রশ্নে ঠিক বিকল্পটি (খ), (গ) বা (ঘ) স্থানে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

- **Distractor দেওয়ার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা জরুরি।**

(১) খেয়াল রাখতে হবে distractor -গুলি যেন আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসংগত হয়।

(২) শিক্ষার্থীদের সাধারণ ভ্রান্তি এবং ভুল ধারণাগুলিকে (common errors and misconceptions) distractor হিসেবে দেওয়া যেতে পারে।

(৩) একেবারেই ভুল, এমন বাক্য distractor হিসেবে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

(৪) ঠিক বাক্য অথচ যা প্রশ্নের ঠিক উত্তর নয়, এমন distractor ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

- **অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

  - **একটি শব্দ বা একটি বাক্যে উত্তর**

    এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

    (১) বাক্যটিতে ভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব সহজ এবং পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

    (২) প্রশ্ন এমনভাবে তৈরি করা বাঞ্ছনীয় যাতে প্রশ্নের উত্তরটি সংক্ষিপ্ত হয়।

  - **শূন্যস্থান পূরণ**

    এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

    (১) বাক্যটিতে ভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব সহজ এবং পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

    (২) খেয়াল রাখতে হবে, প্রতিটি শূন্যস্থানে যেন কেবল একটি শব্দই বসতে পারে।

  - **সত্য - মিথ্যা নির্ণয়**

    এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

    (১) বাক্যটিতে ভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব সহজ এবং পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

    (২) অতি দীর্ঘ ও জটিল বাক্য ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

    (৩) প্রতিটি বাক্যে একের বেশি ধারণার উপস্থাপনা না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

  - **বিবৃতি ও ব্যাখ্যা**

    এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

    (১) বিবৃতি বাক্যটিতে ভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব সহজ এবং পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

    (২) অতি দীর্ঘ ও জটিল বাক্য ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়।

(৩) ব্যাখ্যার প্রতিটি বাক্যে একের বেশি ধারণার উপস্থাপনা না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

(৪) তিনটি ব্যাখ্যা বাক্যই বিবৃতির সঙ্গে আপাত যৌক্তিকভাবে মানানসই হয় যাতে সেবিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

♦ **মানচিত্রে স্থান চিহ্নিতকরণ**

এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

(১) পাঠ্যসূচির অন্তর্গত মানচিত্র থেকে স্থান চিহ্নিত করতে দিতে হবে।

(২) স্থানটি পাঠ্যসূচির সময়কাল অনুসারে দিতে হবে। কারণ মানচিত্র বিবর্তিত হয়। ফলে প্রয়োজনে কাল উল্লেখ করা দরকার।

(৩) কেবল স্থানটি চিহ্নিত করে লিখে দিতে হবে মানচিত্রে।

♦ **স্তম্ভ মেলানো**

এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

(১) প্রতিটি ঠিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ১ নম্বর থাকবে।

(২) অ-স্তম্ভ-তে যতগুলো বিষয় থাকবে, আ-স্তম্ভ-তে তার চেয়ে অন্তত ১টা বিকল্প বেশি দিতে হবে।

(৩) অ-স্তম্ভ এবং আ-স্তম্ভ -তে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি যেন যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হয়।

(৪) সম্পূর্ণ দুটি স্তম্ভ একটি পৃষ্ঠায় থাকা বাঞ্ছনীয়।

● **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

(১) প্রশ্নে ভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব সহজ এবং পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

(২) প্রশ্নগুলি এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে প্রশ্নের উত্তর দুটি বা তিনটি বাক্যের মধ্যে হয়।

● **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন**

এই ধরনের প্রশ্ন তৈরি করার সময় কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখা প্রয়োজন :

(১) প্রশ্নে ভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব সহজ এবং পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার্থীদের বুঝতে কোনো অসুবিধে না হয়।

(২) এইক্ষেত্রে প্রশ্নের মানের বিভাজন নমুনা প্রশ্নের কাঠামোয় নির্দিষ্ট করা আছে। সেই কাঠামো ও মান বিভাজন অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নমুনা প্রশ্নপত্র

প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন **পূর্ণমান ৪০**

বিভাগ ক

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : **[১×১০ =১০]**

১.১ ভারতের ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন প্রধানত —

(ক) শহরের ইতিহাসচর্চার বিষয় (খ) নারী ইতিহাসচর্চার বিষয়

(গ) পরিবেশের ইতিহাসচর্চার বিষয় (ঘ) খাদ্যাভ্যাসের ইতিহাসচর্চার বিষয়

১.২ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের মনোভাব জানার জন্য প্রধান ঐতিহাসিক উপাদান —

(ক) সাময়িকপত্র (খ) সরকারি নথি

(গ) সংবাদপত্র (ঘ) স্মৃতিকথা

১.৩ ইয়ংবেঙ্গল বা নব্যবঙ্গ বলা হতো —

(ক) ডিরোজিওর অনুগামীদের (খ) রামমোহনের অনুগামীদের

(গ) রামকৃষ্ণের অনুগামীদের (ঘ) বিবেকানন্দের অনুগামীদের

১.৪ প্রাচ্যবাদী হিসাবে পরিচিত ছিলেন —

(ক) ডেভিড হেয়ার (খ) থমাস ব্যাবিংটন মেকলে

(গ) উইলিয়াম জোনস (ঘ) চার্লস মেটকাফ

১.৫ দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ একটি —

(ক) ব্যঙ্গাত্মক নাটক (খ) জীবনীমূলক নাটক

(গ) ধর্মীয় নাটক (ঘ) জাতীয়তাবোধমূলক নাটক

১.৬ উনিশ শতকের নারী শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানটি হলো —

(ক) বিটন (বেথুন) স্কুল (খ) স্কটিশচার্চ স্কুল

(গ) হেয়ার স্কুল (ঘ) হিন্দু স্কুল

১.৭ ফরাজি আন্দোলনে যুক্ত জনগণের বড়ো অংশ ছিলেন —

(ক) শ্রমিক (খ) আদিবাসী

(গ) দলিত (ঘ) কৃষক

১.৮ 'হুল' শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয় —

(ক) মুন্ডা বিদ্রোহকে (খ) সাঁওতাল বিদ্রোহকে

(গ) কোল বিদ্রোহকে (ঘ) চুয়াড় বিদ্রোহকে

১.৯ 'দাদন' কথার অর্থ —

(ক) অগ্রিম অর্থ নেওয়া (খ) পাট্টা দেওয়া

(গ) ধার শোধ করা (ঘ) বেগার খাটা

১.১০ প্রকৃতিগতভাবে নীল বিদ্রোহ ছিল একটি —

(ক) সামন্ততান্ত্রিক বিদ্রোহ (খ) ধর্মীয় বিদ্রোহ

(গ) কৃষক বিদ্রোহ (ঘ) শ্রমিক বিদ্রোহ

বিভাগ : খ

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : **[১×৬ =৬]**

২.১ একটি বাক্যে উত্তর দাও :

২.১.১ কোন গভর্নর জেনারেলের আমলে সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন (১৮২৯) পাশ হয়?

২.১.২ তিতুমীর কোথায় বাঁশের কেল্লা বানিয়েছিলেন?

২.২ সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় করো :

২.২.১ সংগীত স্থাপত্যের ইতিহাসচর্চার অংশ।

২.২.২ হুতোম প্যাঁচার নকশা-য় উনিশ শতকের কলকাতার কথা জানা যায়।

২.৩ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির ঠিক ব্যাখ্যা নির্বাচন করো

২.৩.১ বিবৃতি : জওয়াহরলাল নেহরু তাঁর কন্যা ইন্দিরাকে অনেকগুলি চিঠি লেখেন।

ব্যাখ্যা—১ : এই চিঠিগুলির মাধ্যমে জওয়াহরলাল ইন্দিরাকে ইতিহাসের বিবর্তনমূলক ধারণার বিষয়ে ওয়াকিবহাল করতে চেয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা—২ : এই চিঠিগুলির মাধ্যমে জওয়াহরলাল ইন্দিরাকে পরাধীন ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নারীদের যোগদানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ওয়াকিবহাল করতে চেয়েছিলেন।

ব্যাখ্যা—৩ : এই চিঠিগুলির মধ্য দিয়ে জওয়াহরলাল ইন্দিরাকে দেশের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিষয়ে ওয়াকিবহাল করতে চেয়েছিলেন।

২.৩.২ বিবৃতি : সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ বাংলায় ব্রিটিশ শাসনকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল।

ব্যাখ্যা— ১ : বাংলার সন্ন্যাসী-ফকির সম্প্রদায় বিধর্মী খ্রিস্টান ইংরেজদের শাসন মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না।

ব্যাখ্যা—২ : বাংলার সন্ন্যাসী ও ফকির সম্প্রদায় কোম্পানি শাসনের ফলে তাদের প্রথাগত জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

ব্যাখ্যা—৩ : বাংলার সন্ন্যাসী-ফকির সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের অধিকার কোম্পানি আইন করে নিষিদ্ধ করেছিল।

বিভাগ : গ

৩. দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো ৪টি) **[২×৪ =৮]**

৩.১ স্মৃতিকথা কীভাবে ইতিহাসের উপাদানরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে?

৩.২ গ্রামবার্তা প্রকাশিকা কেন একটি ব্যতিক্রমী পত্রিকা ছিল?

৩.৩ কোল বিদ্রোহের দুটি কারণ লেখো।

৩.৪ ব্রাহ্ম সমাজের দুটি সমাজ সংস্কারমূলক কাজের উল্লেখ করো।

৩.৫ চুয়াড় বিদ্রোহকে 'চুয়াড় বিপ্লব' বললে কেন ভুল বলা হবে?

বিভাগ : ঘ

৪. সাত বা আটটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো ২টি) : **[৪×২ =৮]**

৪.১ দুটি উদাহরণের সাহায্যে আধুনিক ভারতের ইতিহাসের উপাদানরূপে আত্মজীবনীমূলক রচনার ভূমিকা বিশ্লেষণ করো ।

৪.২ টীকা লেখো - উডের ডেসপ্যাচ

৪.৩ ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন ভারতের আদিবাসী জনগণের বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল— মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।

বিভাগ : ঙ

৫. পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **[৮×১ =৮]**

৫.১ যানবাহন-যোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিহাসচর্চার চরিত্র অতি সংক্ষেপে আলোচনা করো। আধুনিক ভারতের ইতিহাসচর্চায় নারী ইতিহাসচর্চার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করো। (৩+৫)

৫.২ ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলনের চরিত্রের তুলনামূলক আলোচনা করো। উনিশ শতকে চুয়াড় বিদ্রোহের প্রধান কারণগুলি কী ছিল? (৫+৩)

৫.৩ বাংলার 'নবজাগরণ' ছিল কলকাতা শহরকেন্দ্রিক — মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। (৮)

বিভাগ ক

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : [১×১০ =১০]

১.১ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে 'প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ' বলেছিলেন —

(ক) লালা হরদয়াল (খ) বিনায়ক দামোদর সাভারকর

(গ) বালগঙ্গাধর তিলক (ঘ) বিপিনচন্দ্র পাল

১.২ জমিদার সভা গড়ে উঠেছিল —

(ক) জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য

(খ) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিতর্ক সভায় ভারতীয়দের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য

(গ) শিক্ষিত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দাবি পূরণের জন্য

(ঘ) ভারতের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য

১.৩ আনন্দমঠ উপন্যাসের পটভূমি ছিল —

(ক) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ (খ) নীল বিদ্রোহ

(গ) সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ (ঘ) পাবনা বিদ্রোহ

১.৪ ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স থেকে প্রকাশিত হতো —

(ক) সন্দেশ (খ) গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

(গ) সোমপ্রকাশ (ঘ) বঙ্গদর্শন

১.৫ ঔপনিবেশিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যে ছিল—

(ক) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মেলবন্ধন ঘটানো

(খ) সাম্রাজ্য বিস্তার করা

(গ) প্রথাগত শিক্ষার উন্নতি

(ঘ) প্রশাসনিক সুবিধার্থে কেরানি তৈরি করা

১.৬ জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গড়ে উঠেছিল —

(ক) বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে

(খ) ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে

(গ) বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক ছাপার উদ্দেশ্যে

(ঘ) বুনিয়াদি শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে

১.৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাভাবনার চরিত্র ছিল —

(ক) ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থাকেন্দ্রিক (খ) প্রকৃতি ও মানুষের সমন্বয়কেন্দ্রিক

(গ) নব্য বেদান্তকেন্দ্রিক (ঘ) সর্বধর্মসমন্বয়কেন্দ্রিক

১.৮ একা আন্দোলন শুরু হয়েছিল —

(ক) ঔপনিবেশিক সরকারের কাজ থেকে জমি দখলের দাবিতে

(খ) সূর্যাস্ত আইন রদের দাবিতে

(গ) জোর করে বাড়তি খাজনা আদায় রদের দাবিতে

(ঘ) তিন-কাঠিয়া ব্যবস্থা রদের দাবিতে

১.৯ ভারতে মহাত্মা গান্ধির প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন ছিল —

(ক) খেদা (খ) চম্পারন

(গ) আমেদাবাদ (ঘ) রাওলাট

১.১০ কানপুরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয় —

(ক) ১৯০৫ সালে (খ) ১৯২০ সালে

(গ) ১৯২৫ সালে (ঘ) ১৯৪২ সালে

বিভাগ : খ

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও **[১×৬ = ৬]**

২.১ 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

ক	খ
(২.১.১) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১. শ্রীরামপুর মিশন প্রেস
(২.১.২) উইলিয়ম কেরি	২. ওয়াকার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি
(২.১.৩) মুজাফফর আহমদ	৩. ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন

২.২ প্রদত্ত ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত ও নামাঙ্কিত করো :

(২.২.১) ১৮৫৭-র বিদ্রোহের একটি কেন্দ্র

(২.২.২) ছাপাখানার বিকাশের কেন্দ্র শ্রীরামপুর

(২.২.৩) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের কেন্দ্র তমলুক

অথবা (কেবল দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য)

শূন্যস্থান পূরণ করো :

(২.২.১) ঔপনিবেশিক ভারতের প্রথম ভাইসরয় ছিলেন _____।

(২.২.২) ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কল্টিভেশন অফ সায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা _____।

(২.২.৩) চৌরিচৌরার ঘটনা ঘটেছিল _____ খ্রিস্টাব্দে।

বিভাগ : গ

৩. দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো ৪টি) : **[২×৪ =৮]**

৩.১ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্রগুলিতে কীভাবে ঔপনিবেশিক সমাজের সমালোচনা ফুটে উঠেছিল?

৩.২ বাংলায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার কারণ কী ছিল?

৩.৩ বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষা প্রসারে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ভূমিকা কী ছিল?

৩.৪ তমলুকে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের চরিত্র কেমন হয়েছিল?

৩.৫ শ্রমিক শ্রেণির বড়ো অংশ আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি বিমুখ ছিল কেন?

বিভাগ : ঘ

৪. সাত বা আটটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো ২টি) : **[৪×২ =৮]**

৪.১. মহারাণীর ঘোষণাপত্রের (১৮৫৮) ঐতিহাসিক তাৎপর্য কী ছিল?

৪.২. ছাপাখানার বিস্তার এবং গণশিক্ষার প্রসারের সম্পর্ক সমানুপাতিক — উনিশ শতকের শেষভাগের বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্যটি ব্যাখ্যা করো।

৪.৩. টীকা লেখো — সর্বভারতীয় কিষাণসভা (১৯৩৬) ।

বিভাগ : ঙ

৫. পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : **[৮×১ =৮]**

৫.১ 'সভা সমিতির যুগ' কীভাবে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পটভূমি তৈরি করেছিল? (৮)

৫.২ ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে ছাপাখানার প্রসার ও শিক্ষার বিস্তার কীভাবে হয়েছিল ব্যাখ্যা করো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাচিন্তার কোন দিকটি শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছিল? (৫+৩)

৫.৩ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের শেষদিকে কৃষকরা স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান করেনি কেন? ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কৃষকরা সবসময় মহাত্মা গান্ধির দেখানো পথে চলেনি— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। (৩+৫)

বিভাগ ক

১. ঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো : **[১×২০ =২০]**

১.১ বাংলার নমঃশুদ্র আন্দোলনের ইতিহাস —

(ক) পরিবেশ ইতিহাসচর্চার বিষয় (খ) শহরের ইতিহাসচর্চার বিষয়
(গ) সামাজিক ইতিহাসচর্চার বিষয় (ঘ) সামরিক ইতিহাসচর্চার বিষয়

১.২ সরকারি মহাফেজখানায় পাওয়া যাবে —

(ক) সরকারি আধিকারিকদের প্রতিবেদন
(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি
(গ) সরলাদেবী চৌধুরানীর জীবনের ঝরাপাতা
(ঘ) ইন্দিরাকে লেখা জওয়াহরলাল নেহরুর চিঠির সংকলন

১.৩ উনিশ শতকের বাংলায় নারী শিক্ষা বিষয়টি কেন্দ্রীয় আলোচ্য ছিল —

(ক) সোমপ্রকাশ পত্রিকার (খ) বঙ্গদর্শন পত্রিকার
(গ) গ্রামবার্তা প্রকাশিকার (ঘ) বামাবোধিনী পত্রিকার

১.৪ 'যত মত তত পথ' বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ বোঝাতে চেয়েছিলেন —

(ক) নব্যবেদান্তবাদের আদর্শ (খ) সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ
(গ) পৌত্তলিকতার আদর্শ (ঘ) নবজাগরণের আদর্শ

১.৫ এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪) তৈরি হয়েছিল —

(ক) প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার জন্য (খ) পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চার জন্য
(গ) সামরিক বিদ্যাচর্চার জন্য (ঘ) হিন্দু ও ইসলামীয় আইনচর্চার জন্য

১.৬ ব্রিটিশরা 'চোর-ডাকাত'-এর তকমা দিয়েছিল —

(ক) চুয়াড় বিদ্রোহীদের (খ) সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহীদের
(গ) মুন্ডা বিদ্রোহীদের (ঘ) বারাসাত বিদ্রোহীদের

১.৭ আদিবাসী চুয়াড় বিদ্রোহের সূচনা ঘটে —

(ক) ছোটনাগপুর অঞ্চলে (খ) দুমকা অঞ্চলে
(গ) জঙ্গলমহল অঞ্চলে (ঘ) রাঁচি-চক্রধরপুর অঞ্চলে

১.৮ মহারানীর ঘোষণাপত্র অনুযায়ী ভারত —

(ক) স্বাধীন হয়েছিল

(খ) সরাসরি ইংল্যান্ডের শাসকের অধীনে এসেছিল

(গ) ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনের অধীনে এসেছিল

(ঘ) ডোমিনিয়ান স্টেটাস পেয়েছিল

১.৯ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর সৃষ্টি —

(ক) বর্তমান ভারত (খ) আনন্দমঠ

(গ) গোরা (ঘ) ভারতমাতা

১.১০ ইলবার্ট বিল বিতর্কে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল —

(ক) ভারত সভা (খ) জমিদার সভা

(গ) বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (ঘ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

১.১১ উনিশ শতকে বাংলায় বিদ্যালয়স্তরে পাঠ্যবই যোগান দিত —

(ক) এশিয়াটিক সোসাইটি (খ) ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স

(গ) ডন সোসাইটি (ঘ) ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি

১.১২ রবীন্দ্রনাথের তোতাকাহিনী গল্পটি মূলত —

(ক) ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা

(খ) বিশ্বভারতীর শিক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা

(গ) আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার সমালোচনা

(ঘ) আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার সমালোচনা

১.১৩ একা আন্দোলন শুরু হয়েছিল —

(ক) বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের পর্যায়ে

(খ) অসহযোগ আন্দোলনের পর্যায়ে

(গ) আইন অমান্য আন্দোলনের পর্যায়ে

(ঘ) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পর্যায়ে

১.১৪ লালা লাজপত রায় প্রথম সভাপতি ছিলেন —

(ক) সর্বভারতীয় কিষাণ সভার (খ) মাদ্রাজ লেবার অ্যাসোসিয়েশনের

(গ) নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের (ঘ) ওয়াকার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টির

১.১৫ বারদৌলি সত্যাগ্রহ হয়েছিল —

(ক) জমি অধিগ্রহণের দাবিতে (খ) খাজনা হ্রাসের দাবিতে

(গ) মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে (ঘ) ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করার জন্য

১.১৬ সরলা দেবী চৌধুরানী লক্ষ্মীর ভান্ডার গড়ে তোলেন —

(ক) বয়কট আন্দোলনের বিরোধিতার জন্য

(খ) জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনার জন্য

(গ) দেশীয় শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে

(ঘ) স্বদেশী পণ্য বিক্রয়ের জন্য

১.১৭ অ্যান্টি-কার্লাইল সোসাইটি গড়ে ওঠে—

(ক) স্বদেশী পণ্য বিক্রির উদ্দেশ্যে

(খ) প্রাচ্যবাদী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে

(গ) বহিষ্কৃত ছাত্রদের পড়াশোনার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে

(ঘ) ছাত্র আন্দোলন দমন করার উদ্দেশ্যে

১.১৮ রসিদ আলি দিবস পালিত হয়েছিল —

(ক) নৌবিদ্রোহের সমর্থনে

(খ) খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থনে

(গ) আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থনে

(ঘ) আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনাদের মুক্তির দাবির সমর্থনে

১.১৯ দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন —

(ক) মহাত্মা গান্ধি (খ) লিয়াকৎ আলি

(গ) বল্লভভাই প্যাটেল (ঘ) মহম্মদ আলি জিন্না

১.২০ রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (১৯৫৩) তৈরি হয় —

(ক) ভাষাভিত্তিক রাজ্য গঠনের দাবিকে খতিয়ে দেখার জন্য

(খ) হিন্দি ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য

(গ) উদবাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য

(ঘ) দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তি সমস্যা সমাধানের জন্য

বিভাগ : খ

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও **[১×১৬ = ১৬]**

(প্রতি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ১৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

২.১ একটি বাক্যে উত্তর দাও :

(২.১.১) কোন গভর্নর জেনারেলের আমলে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়?

(২.১.২) বয়কট আন্দোলনের মূল দাবি কী ছিল?

(২.১.৩) বীণা দাস কী জন্য স্মরণীয়?

(২.১.৪) কোন প্রেক্ষাপটে গোরা উপন্যাস লেখা হয়েছিল?

২.২ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির ঠিক ব্যাখ্যা নির্বাচন করো :

(২.২.১) বিবৃতি : স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান ভারত বইটি লিখেছিলেন।

ব্যাখ্যা — ১ : ভারতবাসীকে দেশের অতীত সম্বন্ধে সচেতন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

ব্যাখ্যা — ২ : ভারতবাসীর সামনে ইংরেজ শাসনে নেতিবাচক দিকগুলি তুলে ধরা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

ব্যাখ্যা — ৩ : উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনের পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

(২.২.২) বিবৃতি : কোল বিদ্রোহ (১৮৩১-'৩২) মূলত উপনিবেশ-বিরোধী সংগ্রাম ছিল।

ব্যাখ্যা — ১ : কোল জনগণ ব্রিটিশ কোম্পানির হাত থেকে দেশের শাসনক্ষমতা দখল করতে চেয়েছিল।

ব্যাখ্যা — ২ : ছোটোনাগপুর অঞ্চলে কোম্পানি-শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোল জনগণ সংঘবদ্ধ হয়েছিল।

ব্যাখ্যা — ৩ : কোল বিদ্রোহে দেশীয় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নেতৃত্ব দিয়েছিল।

(২.২.৩) বিবৃতি : জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৯৩৪ সালে পাটনায় কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

ব্যাখ্যা — ১ : তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় কংগ্রেসের থেকে বেরিয়ে যাওয়া।

ব্যাখ্যা — ২ : তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি পৃথক বামপন্থী দল প্রতিষ্ঠা করা।

ব্যাখ্যা — ৩ : তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে একটি বামপন্থী অংশ সংগঠিত করা।

(২.২.৪) বিবৃতি : ১৯৩২ সালে মহাত্মা গান্ধি ও বি আর আম্বেদকর পুনা চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

ব্যাখ্যা — ১ : র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড-এর 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' তাঁরা মেনে নেন।

ব্যাখ্যা — ২ : লন্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের বিষয়ে তাঁরা সহমত হন।

ব্যাখ্যা — ৩ : হিন্দু ও দলিতের যৌথ নির্বাচন প্রক্রিয়া তাঁরা মেনে নেন।

২.৩ সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় করো :

(২.৩.১) বিপিনচন্দ্র পালের লেখা *সত্তর বৎসর* একটি সরকারি নথি।

(২.৩.২) স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭) প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের জন্য বাংলায় স্কুল প্রতিষ্ঠা করা।

(২.৩.৩) ফরাজি আন্দোলনের একজন নেতা ছিলেন হাজি শরিয়তউল্লাহ।

(২.৩.৪) বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন মহেন্দ্রলাল সরকার।

২.৪ 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

ক	খ
(২.৪.১) বঙ্গদর্শন	১. হরিনাথ মজুমদার
(২.৪.২) গ্রামবার্তা প্রকাশিকা	২. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
(২.৪.৩) গোরা	৩. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(২.৪.৪) হাফটোন পদ্ধতি	৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. ৫ প্রদত্ত ভারতের মানচিত্রে নিম্নলিখিত স্থানগুলি চিহ্নিত ও নামাঙ্কিত করো :

(২.৫.১) চুয়াড় বিদ্রোহের একটি অঞ্চল (২.৫.২) কানপুর

(২.৫.৩) চট্টগ্রাম (২.৫.৪) দেশীয় রাজ্য মহীশূর

অথবা

(কেবল দৃষ্টিহীন পরীক্ষার্থীদের জন্য)

শূন্যস্থান পূরণ করো :

(২.৫.১) কোল বিদ্রোহ হয়েছিল বিহারের _____ অঞ্চলে।

(২.৫.২) বারদৌলি সত্যাগ্রহের প্রধান নেতা ছিলেন _____।

(২.৫.৩) দীপালী সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন _____।

(২.৫.৪) উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে জওয়াহরলাল নেহরু ও লিয়াকত আলি খান-এর মধ্যে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে _____ স্বাক্ষরিত হয়।

বিভাগ : গ

৩. **দুটি অথবা তিনটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো ১১টি) :** **[২×১১ =২২]**

৩.১ ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সংবাদপত্র কেন গুরুত্বপূর্ণ?

৩.২ স্থানীয় ইতিহাসচর্চা বলতে কী বোঝো?

৩.৩ স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্তবাদ কেন 'নব্য'?

৩.৪ বাংলার নারীশিক্ষার বিস্তারে রাধাকান্ত দেবের ভূমিকা কী ইতিবাচক ছিল?

৩.৫ মুন্ডা বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্য কী ছিল?

৩.৬ ওয়াহাবি আন্দোলনের ব্যর্থতার দুটি কারণ লেখো।

৩.৭ গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয়-এর পার্থক্য কী?

৩.৮ হিন্দু মেলা কীভাবে উপনিবেশ-বিরোধী মনোভাব সংগঠিত করেছিল?

৩.৯ কারিগরি শিক্ষা বিস্তারে বেঙ্গল টেকনিকাল ইন্সটিটিউটের ভূমিকা কী ছিল?

৩.১০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা কেন করেছিলেন?

৩.১১ তেভাগা আন্দোলনের নাম 'তেভাগা' কেন হয়েছিল?

৩.১২ তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার কী?

৩.১৩ বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-এর ভূমিকা কী ছিল?

৩.১৪ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কীভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন?

৩.১৫ স্মৃতিকথা কীভাবে দেশভাগের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা যায়?

৩.১৬ সদ্য স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের সামনে প্রধান দুটি সমস্যা কী ছিল?

বিভাগ : ঘ

৪. **সাত বা আটটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**
(প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্তত ১টি করে মোট ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে) **[৪×৬ =২৪]**

উপবিভাগ : ঘ.১

৪.১. হুতোম প্যাঁচার নকশায় সমকালীন সমাজের ছবি কীভাবে ফুটে উঠেছে?

৪.২. বাংলায় চিকিৎসাবিদ্যার বিকাশে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উপবিভাগ : ঘ.২

৪.৩. বাংলায় সংগঠিত নীল বিদ্রোহের কারণগুলি আলোচনা করো।

৪.৪. বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান, বিপ্লব — এই তিনটি ধারণার পার্থক্যগুলি একটি করে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করো।

উপবিভাগ : ঘ.৩

৪.৫. টীকা লেখো — ওয়াকার্স অ্যান্ড পেজেন্টস পার্টি

৪.৬. টীকা লেখো — মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা

উপবিভাগ : ঘ.৪

৪.৭. ভাষার ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের উদ্যোগ কেন নিতে হয়েছিল?

৪.৮. দেশভাগ-পরবর্তী পঞ্জাব ও বাংলায় উদবাস্তু সমস্যার চরিত্রগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করো।

বিভাগ : ঙ

৫. পনেরো বা ষোলোটি বাক্যে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও : [৮×১ =৮]

৫.১ অসহযোগ আন্দোলনে নারীরা অনেক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন— বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করো। বিশ শতকের ভারতে উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের যোগদান কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা ব্যাখ্যা করো। (৩+৫)

৫.২ উনিশ শতকে রেখায় ও লেখায় জাতীয়তাবোধের বিকাশ ঘটেছিল— উক্তিটি *আনন্দমঠ* উপন্যাস এবং ভারতমাতা চিত্রের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করো । (৮)

৫.৩ উনিশ শতকে সমাজসংস্কারের প্রেক্ষিতে সতীদাহ প্রথা-বিরোধী আন্দোলন ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের আন্দোলন দুটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী কীভাবে উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক সমাজের সমালোচনা করেছিল? (৫+৩)

সংযোজন

সংযোজন

সংযোজন

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সমগ্র শিক্ষা অভিযান

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মুদ্রক
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬